ভূমিকা এবং সারাংশ

2024 সালে ভারত এবং সমগ্র বিশ্ব

2024 সালে ক্রমশ পরিবর্তনশীল বিশ্বজনীন পরিস্থিতির মধ্যে ভারত তার জাতীয় স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গোটা বিশ্বের সাথে সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিল। ভারতীয় বিদেশ নীতি প্রাণবন্ততা এবং বাস্তববাদ প্রদর্শন করেছে, উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে যা ভারতের বিশ্বব্যাপী মর্যাদা এবং সুনাম বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। বহুতাত্ত্বিক ও বহুপাক্ষিক প্ল্যাটফর্মে ভারতের সক্রিয় উদ্যোগ এবং নেতৃত্বের অধীনে সমমনস্ক অংশীদারদের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

ভারতের বিদেশ নীতি এবং বৈশ্বিক কূটনীতিকে বাস্তবমুখী লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে বিদেশ মন্ত্রক (MEA) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারত তার কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন সম্প্রসারণে, বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানের অর্থপূর্ণ সংস্কারকে সমর্থন করে, গ্লোবাল সাউথের অগ্রাধিকারগুলি পূরণ করে এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার নিয়ম-ভিত্তিক কাঠামোর মধ্যে থেকে তার নিরাপত্তা রক্ষায় অবিচল ছিল। এই প্রচেষ্টাগুলি আরও সমতামূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈশ্বিক শাসন কাঠামো গঠনের জন্য ভারতের প্রতিশ্রুতি জোরদার করে।

এই বছরটি ক্রমাগত অর্থনৈতিক ওঠাপড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং সামাজিক ব্যাঘাতের সাক্ষী ছিল, যার সাথে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ক্ষেত্রেও বহু চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়েছে। ভারত বিশ্বব্যাপী মঞ্চে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল, উচ্চ-স্তরের আলোচনা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে প্রধান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করেছে। এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিকভাবে অংশীদারিত্ব জোরদার করা এবং UN, G20, G7, কোয়াড, SCO এবংBRICS-এর মতো উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক গোষ্ঠীগুলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পূর্ববর্তী G20 সভাপতি হওয়ার কারণে, ভারত ট্রোইকা গ্রুপিং (ভারত, ব্রাজিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা) এর অধীনে ব্রাজিলের সাথে কাজ করেছিল। ভারতের G20 প্রেসিডেন্সির সময় করা কাজের উপরে ভিত্তি করে, ব্রাজিল 2024 এর জন্য তিনটি অগ্রাধিকার চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে ব্যাপকভাবে সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, শক্তি পরিবর্তন এবং বহুপাক্ষিক শাসন প্রতিষ্ঠানের সংস্কার জড়িত ছিল। প্রধানমন্ত্রী 18-19 নভেম্বরে রিও ডি জেনেইরোতে 19তম G20 শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মানব-কেন্দ্রিক, গঠনমূলক এবং উন্নয়নমুখী হওয়ার জন্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। সেপ্টেম্বর 2023-এ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত G20 শীর্ষ সম্মেলনে অন্তর্ভুক্তির পর এটিই ছিল প্রথম G20 শীর্ষ সম্মেলন যেখানে আফ্রিকান ইউনিয়ন স্থায়ী সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিল।

আগস্টে, ভারত 'একটি দীর্ঘস্থায়ী ভবিষ্যতের জন্য একটি ক্ষমতাশালী গ্লোবাল সাউথ' থিমের অধীনে ভার্চুয়াল ফরম্যাটে ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিটের তৃতীয় সংস্করণ আয়োজন করেছে। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্র/সরকারী প্রধানদের অধিবেশনের উদ্বোধন করেন এবং তাঁর ভাষণে গ্লোবাল সাউথে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের প্রচারের জন্য একটি বিস্তৃত কাঠামো হিসেবে কাজ করার জন্য একটি "গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট কম্প্যাক্ট"-এর প্রস্তাব করেন। এই চুক্তিটি বাণিজ্য, সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি শেয়ার করা এবং আর্থিক সহায়তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং এর লক্ষ্য হল গ্লোবাল সাউথের ক্ষমতায়ন করা এবং নিশ্চিত করা, যেন এই উন্নয়ন ভারসাম্যপূর্ণ এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। নেতাদের অধিবেশনের পর দশটি মন্ত্রী পর্যায়ের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়:

নভেম্বর 2024-এ রিও ডি জেনেইরোতে 19তম G20 শীর্ষ সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জোসেফ বাইডেন এবং ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা ডি সিলভার সাথে প্রধানমন্ত্রী

স্বাস্থ্যমন্ত্রী, যুবমন্ত্রী, ব্যবসা/বাণিজ্য মন্ত্রী, তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শক্তি মন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, পরিবেশ মন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রীর (EAM) সভাপতিত্বে বিদেশমন্ত্রীদের দুটি অধিবেশন।

PM আগস্ট 2024-এ ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিটের তৃতীয় পর্যায়ে নেতাদের অধিবেশনে ভাষণ দেন।

শীর্ষ সম্মেলনে 123টি গ্লোবাল সাউথ দেশ থেকে 173 জন বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিলেন, যার মধ্যে 21 জন রাষ্ট্র/সরকারী প্রধান এবং 34 জন বিদেশমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। তৃতীয় মেয়াদের ঐতিহাসিক জয়লাভ এবং নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের পর এই শীর্ষ সম্মেলনটি ছিল প্রধানমন্ত্রীর আয়োজিত প্রথম বহুপাক্ষিক শীর্ষ সম্মেলন। নতুন সরকারের প্রথম 100 দিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত এই শীর্ষ সম্মেলনটি গ্লোবাল সাউথের সম্মিলিত উন্নয়ন যাত্রাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের আন্তরিকতা এবং প্রতিশ্রুতি এবং গ্লোবাল সাউথের নেতা এবং দেশগুলির সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার চিন্তাভাবনাকে প্রতিফলিত করে।

জুনের শুরুতে, প্রধানমন্ত্রী ইতালিতে G7 শীর্ষ সম্মেলনের আউটরিচ সেশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন যেখানে তিনি বিশ্ব নেতাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। শীর্ষ সম্মেলনে, জনসেবা প্রদানের জন্য ডিজিটাল অগ্রগতিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্যের কথা তুলে ধরে, প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে প্রযুক্তিকে মানব-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। তিনি "সকলের জন্য AI"-এর প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেন, বিশ্বব্যাপী অগ্রগতি এবং কল্যাণ বৃদ্ধিতে AI-এর ভূমিকার পক্ষে সমর্থন জানান। তিনি গ্লোবাল সাউথ, বিশেষ করে আফ্রিকার উদ্বেগগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার গুরুত্বের উপর জোর দেন, G20-এ আফ্রিকান ইউনিয়নের স্থায়ী সদস্যপদ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকার কথা স্মরণ করেন। ভারত-ইতালি কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সাথেও আলোচনা করেছেন।

সারা বছর ধরে, ভারত সব ধরণের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছে এবং সন্ত্রাসবাদ দমনের ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি, সর্বোত্তম অনুশীলন বিনিময় ও তথ্য শেয়ার করার জন্য অংশীদার দেশগুলির সাথে কাজ করেছে। বছরজুড়ে, সন্ত্রাসবাদের হুমকি মোকাবিলায় তার অংশীদারদের সাথে জড়িত থাকার জন্য ভারত বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী কর্মগোষ্ঠীতে অংশগ্রহণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে কোয়াড গ্রুপিং এবং ফ্রান্স, কাজাখস্তান এবং অস্ট্রেলিয়ার সাথে। জুন মাসে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত FATF পূর্ণাঙ্গ বৈঠকের মাধ্যমে ভারতের FATF (ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স) পারস্পরিক মূল্যায়ন সমাপ্ত হয়, যেখানে ভারতের প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয় এবং FATF পূর্ণাঙ্গ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ভারত FATF-এর প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে উচ্চ স্তরের প্রযুক্তিগত সম্মতিতে পৌঁছেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে ভারতের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং, কাউন্টার টেরর ফাইন্যান্সিং এবং কাউন্টার প্রোলিফারেশন ফাইন্যান্সিং (CPF) ব্যবস্থা কার্যকর ফলাফল অর্জন করছে।

ভারত বছরে তিনটি প্রধান মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ ত্রাণ (HADR) কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে তার প্রতিবেশী এবং তার বাইরে অন্যান্য দেশের সংকটের সময় নির্ভরযোগ্য 'প্রথম সাহায্যকারী' হিসেবে তার পরিচিতি আরও দৃঢ় করেছে। অসামরিক অস্থিরতার মধ্যে হাইতি থেকে ভারতীয় নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য মার্চ মাসে অপারেশন ইন্দ্রাবতী শুরু করা হয়েছিল। জুন মাসে, 45 মৃত ভারতীয় নাগরিকদের দেহ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কুয়েতে একটি বিশেষ মানবিক বিমান পরিবহণ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল। সেপ্টেম্বরে, মায়ানমারে টাইফুন ইয়াগির কারণে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য অপারেশন সদ্ভাব শুরু করা হয়েছিল। এই অপারেশনগুলি ছাড়াও, ভারত বছরে 20টিরও বেশি দেশকে HADR সহায়তা প্রদান করেছে। 2024 সালে, ভারত পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে মানবিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। ভারত সিরিয়ায় ক্যান্সার প্রতিরোধী ওষুধ সরবরাহ করেছে এবং প্যালেস্তাইনের জনগণের জন্য 30 টন মানবিক সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী ওষুধ সরবরাহ করার জন্য ইউনাইটেড নেশনের রিলিফ ও ওয়ার্ক এজেন্সি (UNRWA) এর সাথে সমন্বয় করেছে। জুলাই মাসে, ভারত ওমানী কর্তৃপক্ষের সাথে একটি যৌথ অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানের মাধ্যমে আট জন ভারতীয় সহ নয় জন ক্রুকে উদ্ধার করে, যারা কোমোরোসের পতাকাবাহী জাহাজ MT প্রেস্টিজ ফ্যালকন ছিলেন, যা ওমানের উপকূলে ডুবে গিয়েছিল।

বছরজুড়ে, ভারত অংশীদার দেশগুলির সাথে দশকের পর দশকের সম্পর্ক উদযাপন করে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক মাইলফলকও চিহ্নিত করেছে। এই মাইলফলকগুলি ঐতিহাসিক এবং ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্বকে প্রতিপালন করার জন্য ভারতের অব্যাহত প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

জুন 2024-এ ইতালিতে G7 শীর্ষ সম্মেলনের আউটরিচ সেশনে অন্যান্য বিশ্ব নেতাদের সাথে প্রধানমন্ত্রী

2024 সালে, বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্ব কৌশলগত এবং ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত হয়েছে। ভারত সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়ার সাথে সম্পর্ককে 'কম্প্রিহেন্সিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ' স্তরে উন্নীত করেছে। পৃথকভাবে, কুয়েত এবং পোল্যান্ডের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ককে 'স্ট্রাটেজিক পার্টনারশিপ'-এ উন্নীত করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলি ভারতের কৌশলগত অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করার জন্য সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল।

এই বছরজুড়ে, প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য অসামরিক সম্মান গ্রহণ করেছেন, যা তাঁর রাষ্ট্রনায়কত্ব এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে প্রতিফলিত করে। মার্চ মাসে, ভুটানে রাষ্ট্রীয় সফরের সময়, তিনি রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুকের কাছ থেকে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার "অর্ডার অফ দ্য ড্রুক গ্যালপো" গ্রহণ করেন। জুলাই মাসে, 22তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের জন্য রাশিয়ায় তার সরকারি সফরের সময়, রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন তাঁকে "অর্ডার অফ সেন্ট অ্যান্ড্রু দ্য অ্যাপোস্টেল" প্রদান করেন। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার এবং মহামারী মোকাবেলা প্রচেষ্টায় তাঁর নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ, প্রধানমন্ত্রীকে "অনারারি অর্ডার অফ ফ্রিডম অফ বার্বাডোস" দিয়ে সম্মানিত করা হয়; গায়ানার জর্জটাউনে কমনওয়েলথ অফ ডোমিনিকার রাষ্ট্রপতি সিলভানি বার্টন তাকে ডোমিনিকার সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার "ডোমিনিকা অ্যাওয়ার্ড অফ অনার" দিয়েও ভূষিত করেন। নভেম্বরে 2024, নাইজেরিয়া তাকে "গ্র্যান্ড কমান্ডার অফ দ্য অর্ডার অফ নাইজার" উপাধিতে ভূষিত করে, অন্যদিকে গায়ানা এবং কুয়েত তাকে তাদের সর্বোচ্চ সম্মান - যথাক্রমে "অর্ডার অফ এক্সিলেন্স" এবং "দ্য অর্ডার অফ মুবারক আল কবীর" প্রদান করে তাকে স্বীকৃতি দেয়।

জুলাই মাসে 2024 মস্কোতে 22 তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন প্রধানমন্ত্রীকে "অর্ডার অফ সেন্ট অ্যান্ড্রু দ্য অ্যাপোস্টল" প্রদান করেন

ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স (ISA) 2024 সালে নতুন স্বাক্ষরকারী এবং অনুমোদনের মাধ্যমে তার সদস্যপদ সম্প্রসারণ করে। মাল্টা (ফেব্রুয়ারি), প্যারাগুয়ে (জুন), লেবানন (আগস্ট) এবং মলডোভা (ডিসেম্বর) চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, যেখানে পানামা (মার্চ), নিউজিল্যান্ড (আগস্ট) এবং আর্মেনিয়া (নভেম্বর) এই চুক্তি অনুমোদন করে। এই ঘটনাগুলি সৌরশক্তি সম্প্রসারণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের উদ্যোগ তুলে ধরে।

বেশ কয়েকটি উচ্চ পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক সফরের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। মাননীয় রাষ্ট্রপতি জি আলজেরিয়া, ফিজি, মালাউই, মৌরিতানিয়া, মরিশাস, নিউজিল্যান্ড এবং পূর্ব তিমুর সফর করেন। আলজেরিয়া সফর ছিল সেই দেশে প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর এবং এর মধ্যে ছিল উদ্বোধনী ভারত-আলজেরিয়া অর্থনৈতিক ফোরামের আয়োজন, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনার ইঙ্গিত দেয়। মাননীয় রাষ্ট্রপতি ফিজি এবং পূর্ব তিমুর সফরও করেন, এই প্রথমবার কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রধান এই দেশগুলিতে সফরে যান।

পূর্ব তিমুর সফরের সময়, রাষ্ট্রপতি হোসে রামোস-হোর্তা মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার, "গ্র্যান্ড-কলার অফ দ্য অর্ডার অফ তিমুর-লেস্টে" প্রদান করেন। আগস্ট মাসে সুভাতে এক অনুষ্ঠানে মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে ফিজির সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার, কম্প্যানিয়ন অফ দ্য অর্ডার অফ ফিজি প্রদান করা হয়েছিল। এই

সফরের ফলে নানা দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের চলমান গতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাননীয় রাষ্ট্রপতিজীকে আগস্ট মাসে 2024 দিল্লিতে পূর্ব তিমুর রাষ্ট্রপতি জোসে রামোস-হোর্তা কর্তৃক পূর্ব তিমুর সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার গ্র্যান্ড কলার অফ দ্য অর্ডার অফ তিমুর-লেস্টে প্রদান করা হয়

হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ সৈয়দ ইব্রাহিম রাইসি এবং ইরানের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী ডঃ হোসেইন আমির-আবদুল্লাহিয়ানের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি মে মাসে ইরান সফর করেছিলেন।

অংশীদার দেশগুলির সাথে ভারতের উচ্চ-স্তরের সম্পর্ক অব্যাহত রাখার জন্য, প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রিয়া, ভুটান, ব্রাজিল, ব্রুনেই, গুয়ানা, ইতালি, কুয়েত, লাওস, নাইজেরিয়া, পোল্যান্ড, কাতার, রাশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইউক্রেন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে বিভিন্ন উচ্চ-স্তরের দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন।

জুলাই মাসে, প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রিয়া সফর করেন, গত চার দশকে এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এই দেশে সফরে যান। আগস্ট মাসে ইউক্রেনে ঐতিহাসিক সফরে যান,1992 সালে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকে এটিই ছিল কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সফর। নভেম্বর মাসে, প্রধানমন্ত্রী নাইজেরিয়ায় একটি রাষ্ট্রীয় সফর করেন, যা 17 বছরে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সফর। সব শেষে ডিসেম্বরে, প্রধানমন্ত্রী কুয়েত সফর করেন, যা তার প্রথম কুয়েত সফর এবং গত 43 বছরে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সফর।

প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েকটি ভার্চুয়াল এবং ব্যক্তিগতভাবে শীর্ষ সম্মেলন-স্তরের বৈঠকেও অংশগ্রহণ করেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে UN-এ সামিট অফ দি ফিউচার, G20 শীর্ষ সম্মেলন, G7 শীর্ষ সম্মেলনের আউটরিচ অধিবেশন, কোয়াড লিডার্স শীর্ষ সম্মেলন, BRICS শীর্ষ সম্মেলন, SCO শীর্ষ সম্মেলন এবং ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ শীর্ষ সম্মেলনের 3 সংস্করণ।

বছরজুড়ে, EAM অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, ইরান, ইতালি, জাপান, কাজাখস্তান, কুয়েত, লাও PDR, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মরিশাস, নেপাল, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপিন্স, কাতার, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, সুইজারল্যান্ড, উগান্ডা, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন বিভিন্ন কূটনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য।

জানুয়ারিতে, EAM ইরান সফর করেন এবং চাবাহার বন্দরের উন্নয়ন ও পরিচালনা নিয়ে আলোচনা করার জন্য তৎকালীন ইরানের বিদেশমন্ত্রী ডঃ হোসেইন আমির-আবদুল্লাহিয়ানের সাথে দেখা করেন। তিনি নেপালও ভ্রমণ করেন, যেখানে তিনি রাষ্ট্রপতি রাম চন্দ্র পাউডেল এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল 'প্রচন্ড'-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং কাঠমান্ডুতে নেপালের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী শ্রী এন.পি. সৌদের সাথে 7তম ভারত-নেপাল যৌথ কমিশনের বৈঠকে সহ-সভাপতিত্ব করেন। EAM প্রথমবার নাইজেরিয়া সফর করেন, সেখানকার বিদেশ মন্ত্রী ইউসুফ তুগারের সাথে 6 তম ভারত-নাইজেরিয়া যৌথ কমিশনের বৈঠকে সহ-সভাপতিত্ব করেন। একই মাসে, তিনি উগান্ডার কাম্পালায় 19তম নন-অ্যালাইনড মুভমেন্ট (NAM) শীর্ষ সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। মার্চ মাসে, EAM জাপান ভ্রমণ করেন, যেখানে তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী ইয়োকো কামিকাওয়ার সাথে 16 তম ভারত-জাপান কৌশলগত আলোচনায় সহ-সভাপতিত্ব করেন। তিনি মালয়েশিয়া সফরে যান, দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার বিন ইব্রাহিম এবং বিদেশমন্ত্রী দাতো সেরি উতামা হাজি মোহাম্মদ বিন হাজি হাসানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই মাসের শেষের দিকে, তিনি ফিলিপাইন সফর করেন, রাষ্ট্রপতি ফার্ডিনান্ড আর. মার্কোস জুনিয়র এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী এনরিক এ. মানালোর সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রতিরক্ষা এবং প্রযুক্তি খাতে সম্পৃক্ততা পর্যালোচনা করার জন্য সাক্ষাৎ করেন। EAM দক্ষিণ কোরিয়াতেও সফর করেন, যেখানে তিনি তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী চো তাই-ইউলের সাথে 10তম ভারত-দক্ষিণ কোরিয়ান যৌথ কমিশনের বৈঠকে সহ-সভাপতিত্ব করেন। সিঙ্গাপুরে, তিনি প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুং এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওং-এর সাথে দেখা করেন, পাশাপাশি তার প্রতিপক্ষ ভিভিয়ান বালাকৃষ্ণনের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন যাতে ফিনটেক, ডিজিটালাইজেশন এবং গ্রীন ইকোনোমিতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করা যায়।

EAM জুন মাসে শ্রীলঙ্কা সফরে যান, যেখানে তিনি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমাসিংহে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দীনেশ গুণাবর্ধনে এবং তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

এম.ইউ.এম. আলী সাবরির সাথে দেখা করেন। ভারতের জনকেন্দ্রিক উন্নয়ন সহযোগিতা জোরদার করার জন্য, EAM এবং রাষ্ট্রপতি বিক্রমাসিংহে যৌথভাবে কলম্বো এবং ত্রিঙ্কোমালি জেলায় মডেল ভিলেজ হাউজিং প্রকল্পের অধীনে 48 টি বাড়ির উদ্বোধন করেছেন, পাশাপাশি ক্যান্ডি, মাতালে এবং নুয়ারা এলিয়ায় ভারতীয় হাউজিং প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের অধীনে 106 টি বাড়ির উদ্বোধন করেছেন। উপরন্তু, তারা ভার্চুয়ালি মেরিটাইম রেসকিউ কোঅর্ডিনেশন সেন্টার (MRCC) চালু করেছে, যা সমুদ্রে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, যা ভারতীয় 6 মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীলঙ্কার বন্দর, জাহাজ চলাচল ও বিমান চলাচল, কৃষি ও প্ল্যান্টেশন শিল্প এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রকের কর্মকর্তাদের সাথেও EAM আলোচনা করেছেন। ওই মাসের শেষের দিকে, তিনি UAE সফর করেন এবং ভারত-UAE -এর ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব পর্যালোচনা করার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সাথে আলোচনা করেন। জুলাই মাসে, বিদেশমন্ত্রী 24তম SCO শীর্ষ সম্মেলনের জন্য আস্তানা-তে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। মরিশাস সফরের সময়, তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রবীন্দ কুমার জুগনাথের সাথে দেখা করেন এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও উন্নত করার উপায়গুলি অনুসন্ধান করেন। আগস্ট মাসে, EAM আমাদের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য কুয়েত সফর করেন, যেখানে তিনি ক্রাউন প্রিন্স শেখ সাবাহ খালেদ আল-হামাদ আল-মুবারক আল-সাবাহ, প্রধানমন্ত্রী আহমেদ আবদুল্লাহ আল-আহমেদ আল-জাবের আল-সাবাহ এবং বিদেশমন্ত্রী আবদুল্লাহ আলী আল-ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর তিনি মালদ্বীপ ভ্রমণ করেন, যেখানে তিনি রাষ্ট্রপতি ডঃ মোহাম্মদ মুইজ্জু এবং তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী মুসা জামিরের সাথে দেখা করেন, যাদের সাথে বিদেশমন্ত্রী যৌথভাবে 28টি দ্বীপপুঞ্জে ভারতের লাইন অফ ক্রেডিট-সহায়তাপ্রাপ্ত জল এবং পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প উদ্বোধন করেন।

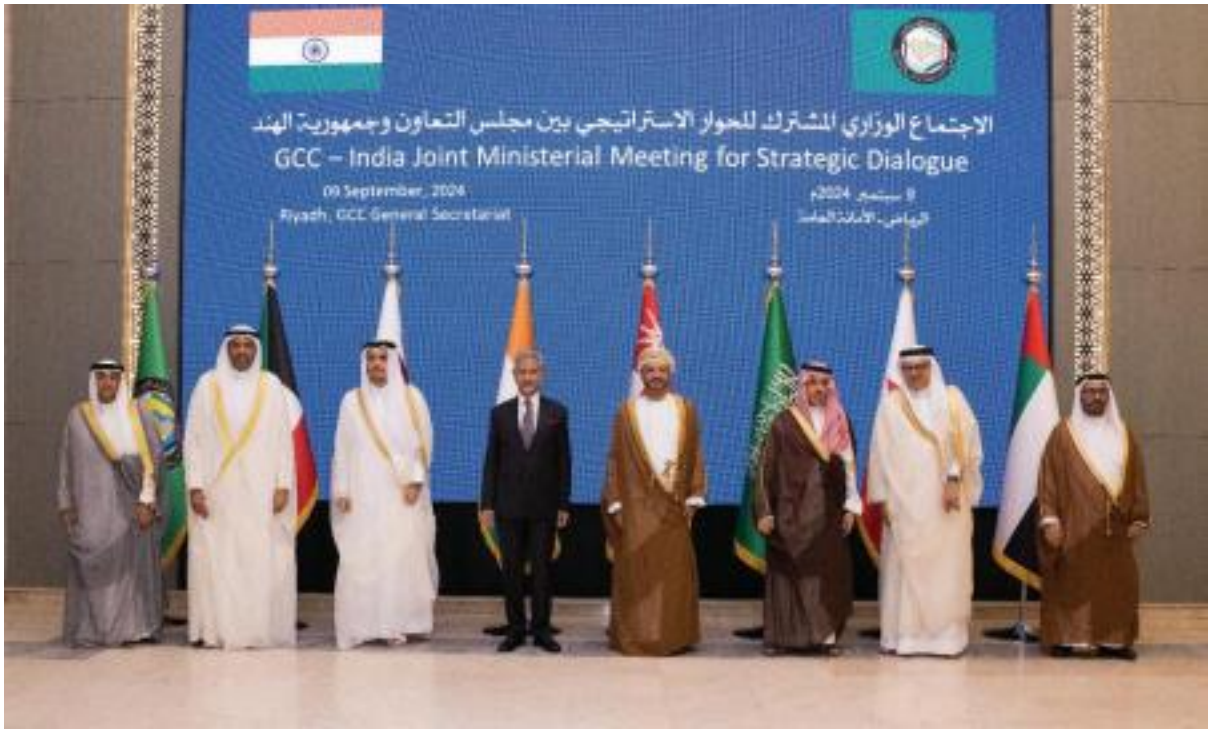

EAM সেপ্টেম্বরে 2024, রিয়াধে অনুষ্ঠিত প্রথম ভারত-GCC যৌথ মন্ত্রী পর্যায়ের কৌশলগত আলোচনার উদ্বোধনী অধিবেশনের সহ-সভাপতিত্ব করেন

সেপ্টেম্বরে, EAM জার্মানি সফর করেন এবং তৎকালীন চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজ এবং তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী আন্নালেনা বেয়ারবকের সাথে দেখা করেন। এরপর তিনি জেনেভা ভ্রমণ করেন, যেখানে তিনি ইউরোপীয় ফ্রি ট্রেড সেন্টার (EFTA) দেশগুলির সাথে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে সুইস বিদেশমন্ত্রী ইগনাজিও ক্যাসিসের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং জেনেভায় ভারতের স্থায়ী মিশনের নতুন ভবন উদ্বোধন করেন। সেই মাসের শেষের দিকে, তিনি ওয়াশিংটন D.C. সফর করেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন, তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী জিনা রাইমন্ডো, তৎকালীন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (NSA) জ্যাক সুলিভান এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন মার্কিন কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অক্টোবরে, EAM অস্ট্রেলিয়া সফর করেন, প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতাদের সাথে দেখা করেন। তিনি বিদেশমন্ত্রী পেনি ওং-এর সাথে 15 তম বিদেশমন্ত্রীদের ফ্রেমওয়ার্ক ডায়লগের সহ-সভাপতিত্ব করেন এবং ব্রিসবেনে ভারতের কনস্যুলেট জেনারেলের উদ্বোধন করেন। নভেম্বর মাসে, তিনি G7 বিদেশমন্ত্রীদের সভার আউটরিচ সেশনে এবং রোমে MED ভূমধ্যসাগরীয় আলোচনাসভার 10 তম সংস্করণে অংশগ্রহণের জন্য ইতালি সফর করেন। ইতালিতে, EAM ইতালি এবং G7-এর অন্যান্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলির তার সমকক্ষদের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করেন। ডিসেম্বরে, EAM কাতার এবং বাহরাইনে সফর করেন। কাতারে, তিনি 22তম দোহা ফোরামে যোগ দেন এবং প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান আল থানির সাথে দেখা করেন। বাহরাইনে তিনি বিদেশমন্ত্রী ডঃ আব্দুল লতিফ বিন রশিদ আল জায়ানির সাথে 4র্থ ভারত-বাহরিন হাই জয়েন্ট কমিশন (HJC) বৈঠকের

সহ-সভাপতিত্ব করেন। ডিসেম্বরে, EAM এবং বিদেশ সচিব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন, যেখানে তারা তৎকালীন NSA সুলিভান, তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এবং NSA পদের জন্য নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মনোনীত মাইকেল ওয়াল্টজ সহ গুরুত্বপূর্ণ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করেন।

বছরজুড়ে, EAM অস্ট্রেলিয়ায় সপ্তম ভারত মহাসাগর সম্মেলন; কাজাখস্তানে SCO রাষ্ট্রপ্রধানদের পরিষদের 24তম সভা; জাপানে কোয়াড বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক; ASEAN ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠক, যেমন লাও PDR-এ ভিয়েন্টিয়েনে ASEAN-ভারত, পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলন এবং ASEAN আঞ্চলিক ফোরাম; নিউ ইয়র্কে G20 বিদেশমন্ত্রীদের সভা এবং 79তম UNGA-এর উচ্চ-পর্যায়ের অধিবেশন; সৌদি আরবে কৌশলগত সংলাপের জন্য ভারত-GCC মন্ত্রী পর্যায়ের সভা এবং পাকিস্তানে SCO সরকারী প্রধানদের কাউন্সিলের 23তৃতীয় সভা সহ বেশ কয়েকটি বহুপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

ফেব্রুয়ারিতে, EAM পার্থে সপ্তম ভারত মহাসাগর সম্মেলনে ভাষণ দেন, আঞ্চলিক সহযোগিতার উপর জোর দেন। জুলাই মাসে, EAM আস্তানায় 24তম SCO শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন, যেখানে নেতারা অতীতের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করেন এবং বহুপাক্ষিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন। সেই মাসের শেষের দিকে, তিনি টোকিওতে কোয়াড বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দেন, যেখানে তিনি ইন্দো-প্যাসিফিক এবং কোয়াড উদ্যোগের উন্নয়নের উপর আলোকপাত করেন। সেপ্টেম্বরে, EAM নিউ ইয়র্কে ব্রাজিলের 2 তম G20 বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন, যেখানে UN-র পুনর্গঠন, আর্থিক স্থাপত্য এবং বাণিজ্য ব্যবস্থা সহ বিশ্বব্যাপী শাসন সংস্কারের পক্ষে কথা বলেন। তিনি 79 তম UN সাধারণ সভায় ভারতের জাতীয় বিবৃতি প্রদান করেন এবং রিয়াদে ভারত-GCC যৌথ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে সহ-সভাপতিত্ব করেন, যা উপসাগরীয় দেশগুলির সাথে কৌশলগত আলাপ-আলোচনাকে আরও জোরদার করে। অক্টোবরে, EAM ইসলামাবাদে 23য় SCO সরকার প্রধানদের কাউন্সিলের সভায় ভারতের বিবৃতি প্রদান করেন, যেখানে বহুমুখী সহযোগিতা, ভারসাম্যপূর্ণ বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার উপর জোর দেওয়া হয়।

বছরজুড়ে, EAM নয়াদিল্লিতে ফ্রান্স, গ্রীস, ভুটান, ইউক্রেন, মালদ্বীপ, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, UAE, জামাইকা, জার্মানি এবং থাইল্যান্ডের বিদেশমন্ত্রীদেরও অভ্যর্থনা জানান। EAM জুলাই মাসে নয়াদিল্লিতে দ্বিতীয় বিমস্টেক বিদেশমন্ত্রীদের রিট্রিট যোগ দান করতে আসা বিমস্টেক দেশগুলির সমকক্ষ মন্ত্রীদের অভ্যর্থনা জানান এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সাথে তৃতীয় ভারত-জাপান 2+2 মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে সহ-সভাপতিত্ব করেছিলেন।

মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রীরা (MoS) বিভিন্ন অংশীদার দেশের সাথেও আলাপচারিতা করেন এবং ভারতের বিশ্বব্যাপী প্রচারণাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। MoS (শ্রী ভি. মুরলীধরন)

উগান্ডা (জানুয়ারী) এবং ব্রাজিল (ফেব্রুয়ারী) সফর করেন ও যথাক্রমে 77 গ্রুপের তৃতীয় সাউথ শীর্ষ সম্মেলন এবং G20 বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

ভারতের নতুন সরকারের কার্যভার গ্রহণের পর, MoS (শ্রী কীর্তি বর্ধন সিং) কুয়েত (জুন), নরওয়ে (আগস্ট), আর্মেনিয়া (সেপ্টেম্বর), মালয়েশিয়া (সেপ্টেম্বর), কাতার (অক্টোবর), কলম্বিয়া (অক্টোবর-নভেম্বর), জাম্বিয়া (নভেম্বর) এবং আজেরবাইজান সফর করেন।

MoS (শ্রী পবিত্র মার্গেরিটা) ডোমিনিকান রিপাবলিক (আগস্ট), কাতার (আগস্ট); গুয়াতেমালা (আগস্ট), এল সালভাদর (আগস্ট), পানামা (আগস্ট), ত্রিনিদাদ ও টোবাগো (আগস্ট), মেক্সিকো, গ্রেনাডা, বার্বাডোস, অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর), এবং ইন্দোনেশিয়া (অক্টোবর) সফর করেছেন।

এই সফরগুলির লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা, সাংস্কৃতিক বিনিময়, বাণিজ্য ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং ভারতীয় প্রবাসীদের সাথে সংযোগ স্থাপন করা।

বছরজুড়ে ভারত বিভিন্ন উচ্চ-স্তরের প্রতিনিধিদলকেও আতিথ্য দিয়েছিল, যার মধ্যে ছিল রাষ্ট্রপ্রধান/সরকার/বিদেশমন্ত্রী এবং অন্যান্য উচ্চ-স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ভারত বাংলাদেশ, ভুটান, ডোমিনিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রীস, জামাইকা, কুয়েত, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া, মলডোভা, স্পেন, শ্রীলঙ্কা, ইউক্রেন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ভেনিজুয়েলা এবং ভিয়েতনামের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়েছে।

2024 সালে, ভারত 35টি দেশের সাথে ফরেন অফিস কনসাল্টেশন (FOCs)-এর আয়োজন করে। FOC হল অংশীদার দেশগুলির বিদেশ মন্ত্রকের সাথে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মধ্যে আলোচনার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া। সেই বছরে FOC অনুষ্ঠিত হয়েছিল পর্তুগাল (জানুয়ারি); জাপান (ফেব্রুয়ারি); ফ্রান্স (মার্চ); কোট ডি আইভরি (মার্চ), কাবো ভার্দে (মার্চ); মৌরিতানিয়া (মার্চ); লুক্সেমবার্গ (এপ্রিল); বেলজিয়াম (এপ্রিল); কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (এপ্রিল); ক্রোয়েশিয়া (এপ্রিল); নেদারল্যান্ডস (মে); সুইডেন (মে); নরওয়ে (মে); ইরিত্রিয়া (মে); UK (মে); বেনিন (জুন); টোগো (জুন); জার্মানি (জুলাই); কুয়েত (জুলাই); জিম্বাবোয়ে (আগস্ট); জাম্বিয়া (আগস্ট); ইসরায়েল (আগস্ট); আর্জেন্টিনা (সেপ্টেম্বর); উরুগুয়ে (সেপ্টেম্বর); ইন্দোনেশিয়া (সেপ্টেম্বর); মলদোভা (অক্টোবর); কলম্বিয়া (অক্টোবর); গিনি (অক্টোবর); কাতার (অক্টোবর); মন্টিনিগ্রো (অক্টোবর); সাইপ্রাস (নভেম্বর); বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা (নভেম্বর); সিরিয়া (নভেম্বর); রুয়ান্ডা (ডিসেম্বর); এবং লাইবেরিয়া (ডিসেম্বর)-এর সাথে।

এই আলাপ – আলোচনাগুলি ভারতের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং দেশগুলির সাথে শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির অব্যাহত কূটনৈতিক প্রচেষ্টার উপর জোর দেয়।

নেবারহুড ফার্স্ট পলিসির অধীনে, ভারত তার নিকটবর্তী প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে সংযোগ এবং উন্নয়নের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলির গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের সাথে ভারতের যোগাযোগের অংশ হিসেবে, জুন মাসে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বেশ কয়েক জন নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সিসিলির উপ-রাষ্ট্রপতি আহমেদ আফিফ, মরিশাসের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রবীন্দ কুমার জুগনাথ, মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ডঃ মোহাম্মদ মুইজ্জু, শ্রীলঙ্কার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমাসিংহে, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী দাশো শেরিং টোবগে এবং নেপালের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দহল 'প্রচণ্ড' এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আফগানিস্তানের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি তার ঐতিহাসিক সম্পর্ক, জনগণের সাথে বন্ধুত্ব এবং প্রাসঙ্গিক UN-এর প্রস্তাব দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। 2021সাল থেকে, ভারত গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সহায়তা প্রদান করেছে যার মধ্যে রয়েছে 50, 000 মেট্রিক টন গম, 300 টন চিকিৎসা সংক্রান্ত সরঞ্জাম সরবরাহ, 28 টন ত্রাণ সহায়তা এবং 40, 000 লিটার ম্যালাথিয়ন (কীটনাশক)। ইউনাইটেড নেশনের মাদক ও অপরাধ দপ্তরের (UNODC) সাথে সহযোগিতা করে, ভারত মূলত দুর্বল জনগোষ্ঠী, বিশেষত মহিলাদের প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক সামগ্রী বিতরণ করেছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস (ICCR) আফগান শিক্ষার্থীদের জন্য 2,000 অনলাইন স্কলারশিপ প্রদান করে, যার মধ্যে প্রায় 600 স্কলারশিপ মহিলাদের প্রদান করা হয়। চলমান মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য একটি কারিগরি দল কাবুলে অবস্থান করছে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে মিল রয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে এই সম্পর্ক রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সহযোগিতা, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক, উন্নয়ন অংশীদারিত্ব, সাংস্কৃতিক এবং মানুষের মধ্যে বিনিময় সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার ক্ষেত্রে বিকশিত হয়েছে। বাংলাদেশ হল দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার এবং ভারত এশিয়ায় বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্যে পরিণত হয়েছে।

জুন মাসে, বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশে পালাবদলের পরে, ভারত প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখে। প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রথম বিশ্বনেতা যিনি প্রধান উপদেষ্টা ইউনূসকে অভিনন্দন জানান, এবং তাকে 17ই আগস্টে তৃতীয় ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিটে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে 79তম ইউনাইটেড নেশন জেনারেল অ্যাসেম্বলির

ফাঁকে EAM পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সাথে দেখা করেন। ডিসেম্বরে, বিদেশ সচিব ঢাকা সফর করেন এবং বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই বৈঠকে একটি গণতান্ত্রিক, স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ, প্রগতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের প্রতি ভারতের সমর্থন স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়।

বাংলাদেশ আজ ভারতের বৃহত্তম উন্নয়ন অংশীদার। সড়ক, রেলপথ, জাহাজ চলাচল এবং বন্দর সহ বিভিন্ন খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ভারত গত আট বছরে বাংলাদেশকে প্রায় ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তিনটি ক্রেডিট লাইন (LOC) প্রদান করেছে। এছাড়াও, হাই ইমপ্যাক্ট কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট (HICDPs) বাংলাদেশে ভারতের উন্নয়ন সহায়তার একটি সক্রিয় স্তম্ভ এবং এর মধ্যে রয়েছে ছাত্রদের জন্য হোস্টেল, অ্যাকাডেমিক ভবন, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, অনাথ আশ্রম এবং সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার।

বছরে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে। 2023 সালে খুলনা-মঙ্গলা বন্দর রেল লাইনের সফল সমাপ্তির পর, আখাউড়া-আগরতলা সীমান্ত রেল সংযোগ প্রকল্পটি নভেম্বরে 2024-এ সম্পন্ন হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে কারণ এটি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে রেলপথে বাংলাদেশের সাথে সংযুক্ত করেছে, যার ফলে এই অঞ্চলে রেল-সংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারত এবং ভুটান অনন্য দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উপভোগ করে, যার বৈশিষ্ট্য হল পারস্পরিক বিশ্বাস, বোঝাপড়া এবং সদ্ভাবনা এবং সব স্তরে মানুষের সাথে সম্পর্ক। 2024-সালে অনেক উচ্চ পর্যায়ের বিনিময়ের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সকল ক্ষেত্রেই ধারাবাহিক অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ভুটান সফর, মহামান্য ভুটানের রাজার ভারত সফর, ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর ভারতে সরকারি সফর এবং অন্যান্য মন্ত্রী পর্যায়ের সফর। ভুটানের সাথে উন্নয়ন সহযোগিতা আরও সম্প্রসারিত হয়েছে, ভারত তাঁর 13 তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (2024-2029) এর জন্য ভুটানকে দ্বিগুণ সহায়তা প্রদান করেছে। ভারতের সহায়তায় ভুটানে নির্মাণাধীন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির অগ্রগতি দেখা গেছে, পুনাটসাংছু ॥ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি প্রায় সমাপ্তির পথে। সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের আলোচনায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হওয়ায় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারিত হয়েছে। অসমের দারাঙ্গায় ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট খোলা এবং রেল যোগাযোগ স্থাপনের অগ্রগতি আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগগুলিকে ইতিবাচক গতি দিয়েছে।

ভারত সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত প্রধান উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মধ্যে, গ্যালটসুয়েন জেটসুন পেমা ওয়াংচুক মা ও শিশু হাসপাতাল নির্মাণের কাজ মার্চ মাসে সম্পন্ন হয়েছে। এই হাসপাতালে 150টি শয্যা রয়েছে এবং শিশু, স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগ, অ্যানেস্থেসিওলজি, একটি অপারেশন থিয়েটার, নবজাতকদের জন্য ইন্টেনসিভ কেয়ার

এবং একটি শিশুদের জন্য ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটের জন্য অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী এবং ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে 2024 সালের মার্চ মাসে থিম্পুতে ভারত সরকারের সহায়তায় নির্মীত একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল, গ্যালটসুয়েন জেটসুন পেমা ওয়াংচুক মা ও শিশু হাসপাতাল উদ্বোধন করেন।

মালদ্বীপ একটি সামুদ্রিক প্রতিবেশী দেশ, যার সাথে ভারতের জাতিগত, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান। ভারত মহাসাগর অঞ্চলের (IOR) নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে উভয় দেশই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং মালদ্বীপ ভারতের 'নেবারহুড ফার্স্ট' নীতি এবং অঞ্চলের সকলের জন্য নিরাপত্তা ও প্রবৃদ্ধি (SAGAR) মতবাদে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে।

মালদ্বীপের সাথে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা স্বাভাবিক ভাবেই সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সংযোগ, মানুষের সাথে সম্পর্কে এবং কমিউনিটি বিল্ডিং পরিকাঠামোমূলক প্রোজেক্ট নির্মাণের উপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আগস্টে, EAM মালদ্বীপ সফর করেন, সেখানে তিনি রাষ্ট্রপতি, তৎকালীন বিদেশ মন্ত্রী এবং অন্যান্য বর্ষীয়ান আধিকারিকদের সাথে দেখা করেন। এই সফরে, EAM আড্ডু রিক্লামেশন অ্যান্ড শোর রিক্লামেশন প্রোজেক্ট এবং আড্ডু ডিট্যুর লিঙ্ক ব্রিজ প্রোজেক্ট-এর উদ্বোধন করেন, উভয়েই গ্রেটার মালে কানেক্টিভিটি প্রোজেক্ট (GMCP)-এর অধীনে ভারতীয় সহযোগিতার অংশ। এছাড়াও, EAM এবং মালদ্বীপের বিদেশ মন্ত্রী যৌথ ভাবে একটি জল ও পয়ঃপ্রণালী নেটওয়ার্ক প্রোজেক্টের উদ্বোধন করেন, যা ভারতের লাইন অফ ক্রেডিট (LOC)-এর সমর্থনে নির্মীত হয়েছে, 28টি দ্বীপ-জুড়ে ছয়টি HICDP-সহ। এর পাশাপাশি, MoU বিনিময় করা হয় যাতে

মালদ্বীপের 1,000 জন সরকারী কর্মচারিকে ভারতে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়, এবং তার সাথে মালদ্বীপে ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেজ (UPI) সিস্টেম চালু করা হয়।

অক্টোবরে, মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ভারত সফর করেন এবং মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই সফরের এসে, প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি মুইজ্জু 'কম্প্রিহেন্সিভ ইকোনমিক অ্যান্ড মেরিটাইম সিকিওরিটি পার্টনারশিপ'-এর জন্য ভারত-মালদ্বীপ ভিশন গ্রহণ করেন, যা এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন। পারস্পরিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে এমন বহু ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি MoU এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই সফরের মূল আকর্ষণগুলির মধ্যে ছিল হানিমাধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি নতুন রানওয়ে উদ্বোধন, যা মালদ্বীপের বিমান চলাচলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। এছাড়াও, 700 টি সামাজিক আবাসন ইউনিট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়, যা EXIM ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া'স বায়ার্স ক্রেডিট ফেসিলিটির অধীনে নির্মীত হয়েছিল, যা মালদ্বীপে আবাসন চাহিদা পূরণ করে। এছাড়াও, এই সফরের সময় মালদ্বীপে রুপে কার্ডও চালু করা হয়।

মায়ানমার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী দেশ যা ভারতের সাথে দীর্ঘ স্থল সীমান্ত এবং সামুদ্রিক সীমানা ভাগ করে নেয়। ভারতের 'নেবারহুড ফার্স্ট' এবং 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির সমন্বয়ে, মায়ানমার দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলির সাথে ভারতের সংযোগ রক্ষা করার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশ। ভারত ও মায়ানমারের মধ্যে সভ্যতাগত, ঐতিহাসিক এবং মানুষের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। বৌদ্ধধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সংযোগ এবং মায়ানমারের সাথে ভারতের ঐতিহ্যের একটি অংশ।

ফেব্রুয়ারি 2021 থেকে, মায়ানমারের রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। মায়ানমারের বর্তমান নিরাপত্তা ও মানবিক পরিস্থিতি উদ্বেগের কারণ হিসেবে রয়ে গেছে, কারণ ভারতের উপরে এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে। ভারতের তরফে হিংসামূলক কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ করার, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং ময়ানমারকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের পথে ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ভারত এবং নেপাল তাদের অনন্য, বহুমাত্রিক এবং দৃঢ় সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করে চলেছে , যা ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক এবং সভ্যতাগত সংযোগের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। ভারত ও নেপালের মধ্যে মুক্ত সীমান্ত এবং নাগরিকদের অবাধ চলাচল এই দৃঢ় এবং গভীর বন্ধনকে প্রতিফলিত করে। নেবারহুড ফার্স্ট নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, জ্বালানি, বাণিজ্য, রেলপথ, ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র জুড়ে বিভিন্ন সংযোগ মূলক উদ্যোগের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে এবং শক্তিশালী করে তুলেছে।

জুন মাসে নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নেপালের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল 'প্রচণ্ড'। জুলাই মাসে, প্রধানমন্ত্রী নেপালের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী কে.পি. শর্মা ওলিকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলেন। এরপর,

প্রধানমন্ত্রী ওলি আগস্ট মাসে ভারত আয়োজিত ৩য় ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিটে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে UN সাধারণ সভার 79তম অধিবেশনের ফাঁকে দুই নেতার সাক্ষাৎ হয়।

জানুয়ারিতে EAM নেপাল সফর করেন এবং তৎকালীন নেপালের বিদেশমন্ত্রী নারায়ণ প্রকাশ সৌদের সাথে বৈঠক করেন এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সম্পূর্ণ পরিসর সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন। আগস্টের শেষের দিকে, নেপালের নতুন বিদেশমন্ত্রী ডঃ আরজু রানা দেউবা ভারত সফর করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ভারত ও শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং ভাষাগত যোগাযোগের ঐতিহ্য রয়েছে এবং দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক 2500 বছরেরও বেশি পুরনো। নেবারহুড ফার্স্ট পলিসি এবং SAGAR ভিশন, উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই শ্রীলঙ্কা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার দেশ।

2024-এর সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত UN সাধারণ সভার 79তম অধিবেশনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে.পি. শর্মা ওলির সাথে সাক্ষাৎ করেন।

এই বছরটি জুড়ে, অর্থনৈতিক, উন্নয়নমূলক, সাংস্কৃতিক এবং দুই দেশের জনগণের সম্পর্ক গভীর করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব-এর মধ্যে যোগাযোগ এবং উদ্যোগের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।

ফেব্রুয়ারিতে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীলঙ্কার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমাসিংহের সাথে যৌথভাবে শ্রীলঙ্কায় UPI উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে, রাষ্ট্রপতি বিক্রমসিংহে 9-10 জুন প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে শপথ গ্রহণ করার জন্য ভারত সফর করেছিলেন এবং পরে আগস্টে ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিটের ৩য় সংস্করণে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

জুন মাসে EAM শ্রীলঙ্কা সফর করেন এবং তার তৎকালীন সমকক্ষ, বিদেশমন্ত্রী M.U.M আলী সাবরির সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেন। USD 6 মিলিয়ন ভারতীয় অনুদানে প্রতিষ্ঠিত অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, মেরিটাইম রেসকিউ কোঅর্ডিনেশন সেন্টার (MRCC) এর উদ্বোধনও 20 শে জুন বিদেশমন্ত্রীর কলম্বো সফরের সময় সম্পন্ন হয়েছিল।

শ্রীলঙ্কায় নতুন সরকার এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের নির্বাচনের পর, EAM অক্টোবরে শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ করেন, নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দিশানায়কের সাথে প্রথম বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে সাক্ষাৎ করেন। সফরকালে, EAM বিজিথা হেরাথের সাথেও বৈঠক করেন। 15-17 ডিসেম্বরে, রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমার দিশানায়েকে রাষ্ট্রীয় সফরে ভারত সফর করেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি ছিল তার প্রথম বিদেশ সফর। "ভবিষ্যতের জন্য অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা " শীর্ষক একটি যৌথ বিবৃতি রাষ্ট্রপতি দিসানায়েকে এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল।

2024-এর ডিসেম্বরে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমার দিশানায়েকে তাঁর প্রথম ভারত সফরের সময় প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ করেন এবং উভয় নেতাই " ভবিষ্যতের জন্য অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা" শীর্ষক একটি যৌথ বিবৃতি গ্রহণ করেন।

পাকিস্তানের সাথে স্বাভাবিক প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের ইচ্ছে পোষণ করলেও, ভারত মনে করে যে দুই দেশের মধ্যে সমস্যাগুলি দ্বিপাক্ষিক এবং সন্ত্রাস, শত্রুতা এবং সহিংসতামুক্ত পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা উচিত। এই ধরণের অনুকূল পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব পাকিস্তানের। এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে ভারত জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে কোনও আপস করবে না এবং ভারতের নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করার সকল প্রচেষ্টা মোকাবিলায় দৃঢ় এবং সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেবে।

ভারত বন্দি ও মৎস্যজীবীদের দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য আলাপচারিতা এবং পাকিস্তানের সাথে তীর্থযাত্রার আয়োজনের মতো বিষয়গুলি নিয়ে কথোপকথন অব্যাহত রেখেছে। ভারত ও পাকিস্তান জানুয়ারিতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পারমাণবিক স্থাপনা ও সুযোগ-সুবিধার বিরুদ্ধে আক্রমণ নিষিদ্ধকরণ চুক্তির আওতাভুক্ত পারমাণবিক স্থাপনা ও সুযোগ-সুবিধার তালিকা বিনিময় করে। EAM অক্টোবরে 23তম SCO সরকারি প্রধানদের কাউন্সিলের বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য বিদেশমন্ত্রী পাকিস্তান সফর করেন।

আঞ্চলিক সংযোগ এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, ভারত মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন (বিমস্টেক) -এর জন্য বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভের মধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগেও অবদান রেখেছে। EAM জুলাই মাসে নয়াদিল্লিতে 2য় বিমস্টেক বিদেশমন্ত্রীদের রিট্রিটে যোগদানকারী বিমস্টেক-এর সমকক্ষদের অভ্যর্থনা জানান। এরপর আগস্ট মাসে ভারত নয়াদিল্লিতে 1ম বিমস্টেক ব্যবসায়িক শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করে, যেখানে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের 300 জন অংশীদার অংশগ্রহণ করে।

প্রধানমন্ত্রী জুন মাসে বিহারের রাজগীরের কাছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণের তৃতীয় মেয়াদের 100 দিনের মধ্যে এটিই ছিল প্রথম মাইলফলক প্রকল্প, যার উদ্বোধন করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য হল বৌদ্ধিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং আধ্যাত্মিক অধ্যয়নের অনুসরণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নালন্দার প্রাচীন গৌরব পুনরুজ্জীবিত করা। ভারতের পাশাপাশি, এই প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণকারী 17টি দেশ হল অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ভুটান, ব্রুনাই দারুসসালাম, কম্বোডিয়া, চীন, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মরিশাস, মায়ানমার, নিউজিল্যান্ড, পর্তুগাল, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম। এই দেশগুলির রাষ্ট্রদূতরাও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য নালন্দায় এসেছিলেন।

বছরজুড়ে, ভারত উচ্চ-স্তরের কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যমে কোমোরোস, মাদাগাস্কার, মরিশাস এবং সেশেলস সহ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির সাথে তাঁর সম্পর্ক আরও জোরদার করেছে। কোমোরোসের রাষ্ট্রপতি আজালি আসৌমানি এবং সিসিলির সহ-রাষ্ট্রপতি আহমেদ আফিফ সহ এই অঞ্চলের নেতাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে ভারত তার SAGAR ভিশনকে আরও শক্তিশালী করেছে। এই বৈঠকগুলিতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপরে জোর দেওয়া হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী এবং মরিশাসের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রবীন্দ জুগনাথ ভার্চুয়ালি আগালেগা দ্বীপে একটি নতুন বিমানঘাঁটি এবং জেটি উদ্বোধন করেন, পাশাপাশি ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত ছয়টি সম্প্রদায় উন্নয়ন প্রকল্পও উদ্বোধন করেন। বিশ্ব সরকার শীর্ষ সম্মেলনের সময় প্রধানমন্ত্রী মাদাগাস্কারের রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রি রাজোয়েলিনার সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিরক্ষা সহযোগিতার লক্ষ্যে 'মিলান 2024' এবং মেরিটাইম

হেডস ফর অ্যাক্টিভ সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্রোথ ফর অল ইন রিজিয়ন (MAHASAGAR) এর মতো যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নভেম্বর মাসে ভারতীয় নৌবাহিনী কর্তৃক উচ্চ-স্তরের ভার্চুয়াল ইন্টারঅ্যাকশন MAHASAGAR-এর তৃতীয় সংস্করণ পরিচালিত হয়েছিল, এই সময় নৌবাহিনীর প্রধান নৌবাহিনী/সামুদ্রিক সংস্থার প্রধান এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উপকূলীয় দেশগুলির, যেমন বাংলাদেশ, কোমোরোস, কেনিয়া, মাদাগাস্কার, মালদ্বীপ, মরিশাস, মোজাম্বিক, সেশেলস, শ্রীলঙ্কা এবং তানজানিয়া, উর্ধ্বতন নেতৃত্বের সাথে মতবিনিময় করেছিলেন। এই আলাপ- আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'IOR-এ সাধারণ সামুদ্রিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ প্রশমনে প্রশিক্ষণ সহযোগিতা', যা ভারত মহাসাগর অঞ্চলে সাধারণ সামুদ্রিক চ্যালেঞ্জ প্রশমনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতার বর্তমান এবং প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

প্রধানমন্ত্রী মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো' সেরি আনোয়ার বিন ইব্রাহিমের সাথে নয়াদিল্লিতে, 2024-এর আগস্টে সাক্ষাৎ করেন

বহু-রাষ্ট্রীয় মহড়া MILAN-এর 12তম সংস্করণ ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয়েছিল। এই সংস্করণটি ছিল বৃহত্তম এবং এতে ভারতীয় জাহাজ এবং 16 টি বিদেশী যুদ্ধজাহাজ এবং অন্যান্য অংশীদার দেশগুলির প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেছিল। এই মহড়াটি সম মনস্ক দেশগুলিকে একত্রিত করেছিল যাতে তারা সামুদ্রিক নিরাপত্তা, শান্তি এবং সমৃদ্ধির অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ দিতে এবং অপারেট করতে পারে।

অ্যাক্ট ইস্ট নীতির সামগ্রিক ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলি এবং ইন্দো-প্যাসিফিক মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির সাথে ভারতের সম্পর্ক এই বছর

বিভিন্ন স্তরে প্রসারিত এবং গভীরতর হয়েছে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম আগস্ট মাসে ভারত সফর করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেন। এই সফরের সময়, ভারত-মালয়েশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক 2015 সালে প্রতিষ্ঠিত উন্নত কৌশলগত অংশীদারিত্ব থেকে একটি বিস্তৃত কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী 03-04 সেপ্টেম্বর ব্রুনেইতে একটি ঐতিহাসিক সফর করেন, এটি ছিল কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম দ্বিপাক্ষিক সরকারি সফর, যা কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার 40 তম বার্ষিকীর সাথে একই সময় পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী 10-11 অক্টোবরে 21তম ASEAN-ভারত শীর্ষ সম্মেলন এবং 19তম পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য ভিয়েন্টিয়ান, লাওস সফর করেন। সফরকালে, প্রধানমন্ত্রী লাও PDR-এর প্রধানমন্ত্রী সোনেক্সে সিফানডোনের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেন।

2024-এর অক্টোবরে ভিয়েন্টিয়ানে 21তম ASEAN-ভারত শীর্ষ সম্মেলনে ASEAN নেতাদের সাথে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী 04-05 সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুর সফর করেন। এটি ছিল প্রধানমন্ত্রীর পঞ্চম সিঙ্গাপুর সফর। এই সফরের সময় ভারত-সিঙ্গাপুর সম্পর্ক একটি বিস্তৃত কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত হয় এবং সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম, ডিজিটাল প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা এবং দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য চারটি সমঝোতা স্মারক বিনিময় করা হয়।

EAM জুলাই মাসে ভিয়েন্টিয়ানে ASEAN-ভারত বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক এবং মন্ত্রী স্তরীয় সম্মেলনের পরবর্তী পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেন। বছরজুড়ে, EAM ব্রুনেই (জুলাই), কম্বোডিয়া (জুলাই), ইন্দোনেশিয়া (অক্টোবর এবং নভেম্বর), মালয়েশিয়া (মার্চ, জুলাই এবং অক্টোবর), ফিলিপিন্স (মার্চ), সিঙ্গাপুর (আগস্ট) এবং থাইল্যান্ড (নভেম্বর) এ তাঁর সমকক্ষদের সাথে সাক্ষাৎ এবং বৈঠক করেন। দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের উপর মতামত বিনিময়ের জন্য 20-22 নভেম্বরে 11তম ASEAN

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের মিটিং-প্লাস (ADMM প্লাস) এর জন্য বিদেশ মন্ত্রী ভিয়েন্টিয়েন সফর করেন।

গভর্নর জেনারেল ডেম সিন্ডি কিরো গভর্নমেন্ট হাউসে ঐতিহ্যবাহী মাওরি "পোহিরি" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের আলাপচারিতা এবং সহযোগিতা গভীরতর করেছে। নভেম্বরে রিও ডি জেনেইরোতে G20 শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি 2 এবং ভারত-অস্ট্রেলিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে, প্রধানমন্ত্রী এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ ভারত-অস্ট্রেলিয়া পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি অংশীদারিত্বের সূচনাকে স্বাগত জানিয়েছেন। নভেম্বরে ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত 15তম ভারত-অস্ট্রেলিয়া বিদেশমন্ত্রীদের ফ্রেমওয়ার্ক আলাপ - আলোচনার অধীনে, EAM এবং বিদেশমন্ত্রী পেনি ওং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সম্পূর্ণ পরিসর পর্যালোচনা করেছেন। EAM ফেব্রুয়ারিতে পার্থে ভারত মহাসাগর সম্মেলনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। EAM নভেম্বরে তাঁর সফরের সময় কুইন্সল্যান্ডের গভর্নর জিনেট ইয়ং -এর সাথে ব্রিসবেনে ভারতের নতুন কনস্যুলেট জেনারেলের উদ্বোধন করেন। অক্টোবরে চতুর্থ 2+2 বিদেশ ও প্রতিরক্ষা সচিবদের পরামর্শের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় জোরালো অগ্রগতি দেখা গেছে।

নিউজিল্যান্ডের সাথে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উচ্চ পর্যায়ের বিনিময়ের সাক্ষী। মাননীয় রাষ্ট্রপতি আগস্ট মাসে নিউজিল্যান্ডে রাষ্ট্রীয় সফর করেছিলেন। তার সফরের সময়, একটি দ্বিপাক্ষিক শুল্ক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং জুলাই মাসে সংসদ কর্তৃক অনুমোদনের পর নিউজিল্যান্ড ISA-তে যোগ দেয়। অক্টোবরে, প্রধানমন্ত্রী

ভিয়েন্টিয়েনে ASEAN-ভারত শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সনের সাথে দেখা করেন। নভেম্বরের শেষের দিকে, EAM ক্যানবেরায় 'রাইসিনা ডাউন আন্ডার'-এর পাশাপাশি নিউজিল্যান্ডের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী উইনস্টন পিটার্সের সাথে একটি বৈঠক করেন।

উন্নয়ন সহযোগিতা, জলবায়ু সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড, স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্যোগ এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, ভারত তার অ্যাক্ট ইস্ট নীতির অধীনে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ দেশগুলির (PICs) সাথে শক্তিশালী এবং বহুমুখী অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে,। সাউথ-সাউথ কোঅপারেশনের মাধ্যমে, ভারত ফিজি, পাপুয়া নিউ গিনি, নাউরু, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, টোঙ্গা, টুভালু, কিরিবাতি, পালাউ, ভানুয়াতু এবং মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ প্রজাতন্ত্র সহ সমস্ত 14 PIC-গুলিকে বার্ষিক অনুদান-সহায়তা প্রদান করে, যা সৌর বিদ্যুতায়ন, জল সংরক্ষণ, দুর্যোগ ত্রাণ এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার মতো বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে সমর্থন করে। নভেম্বরে ফিজি গ্লোবাল বায়োফুয়েলস অ্যালায়েন্সের 28তম সদস্য হিসেবে যোগদান করেছে। ফিজির উপ-প্রধানমন্ত্রী মনোয়া কামিকামিকা নভেম্বরে ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেটিভ অ্যালায়েন্স (ICA) -এর সাধারণ সভা এবং বৈশ্বিক সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন, যা প্রধানমন্ত্রী দিল্লিতে উদ্বোধন করেছিলেন। গ্লোবাল কোঅপারেটিভ মুভমেন্টের প্রধান সংস্থা ICA-র 130 বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ভারতে ICA গ্লোবাল কোঅপারেটিভ কনফারেন্স এবং ICA জেনারেল অ্যাসেম্বলি আয়োজন করা হয়েছিল।

পৃথকভাবে, MoS (PM) আগস্ট মাসে 53তম প্যাসিফিক আইল্যান্ড ফোরাম (PIF) নেতাদের সভায় যোগদানের জন্য টোঙ্গা রাজ্যে একটি সফর করেন এবং 14 PIC-এর প্রতিটিতে USD 50,000-এর একটি দ্রুত প্রভাব প্রকল্পের (QIP) জন্য ভারতের সহায়তা ঘোষণা করেন, যা তাদের নিজ নিজ চাহিদার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে। PIF-এর সভায় ভারত থেকে মন্ত্রী পর্যায়ের এটিই প্রথম অংশগ্রহণ। ভারত উল্লেখযোগ্য মানবিক সহায়তাও প্রদান করেছে, যার মধ্যে রয়েছে পাপুয়া নিউ গিনিতে ভূমিধসের ত্রাণ কাজের জন্য USD 1 এবং ভূমিকম্পের পর ভানুয়াতুতে USD 500,000। জলবায়ু বিষয়ক কর্মকাণ্ডকে অগ্রাধিকার দিয়ে, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ এবং টোঙ্গায় ISA-এর অধীনে সৌরায়ন প্রকল্প এবং বৃহত্তর উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে। PIF সদস্য দেশগুলির সাথে স্বাস্থ্য সহযোগিতার মধ্যে রয়েছে ওষুধ ও সরঞ্জাম সরবরাহ, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ এবং নাউরু কর্তৃক ভারতীয় ফার্মাকোপিয়ার স্বীকৃতি এবং বছরে নাউরুতে প্রথম জন ঔষধি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

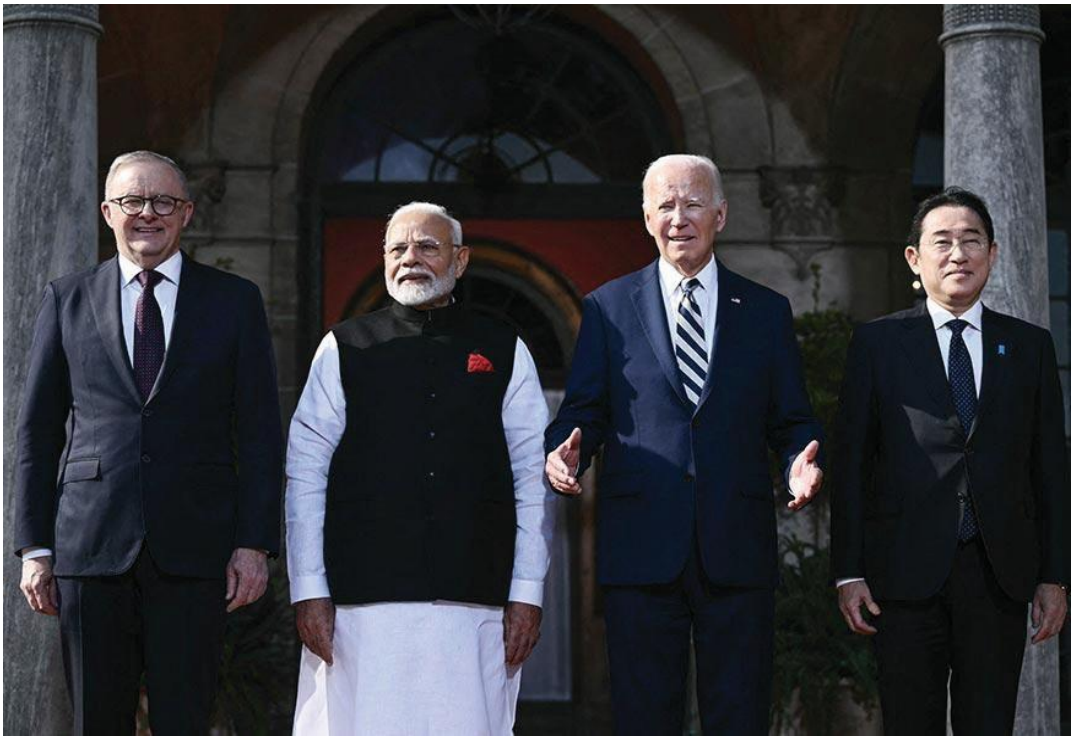

2024 এর সেপ্টেম্বরে উইলমিংটনে, প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বাইডেনের আয়োজিত 6তম কোয়াড লিডার্স শীর্ষ সম্মেলনে জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজের সাথে অংশগ্রহণ করেন।

"ইন্দো-প্যাসিফিক মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি এমন একটি অঞ্চলের পক্ষে সমর্থনের উপর কেন্দ্রীভূত যা মুক্ত, উন্মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা পরিচালিত। এই বছরটি ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি এবং SAGAR মতবাদের অধীনে ইন্দো-প্যাসিফিক মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য তার দৃষ্টিভঙ্গির এক দশক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এতো তারিখে USA-এর উইলমিংটনে কোয়াড লিডার্স সামিটে অংশগ্রহণ করেন

21 সেপ্টেম্বর 2024-এ, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং USA-এর তাঁর সমকক্ষদের সাথে। স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, প্রযুক্তি, জলবায়ু এবং অবকাঠামোর উপর জোর দিয়ে, কোয়াড নেতারা কল্যাণ মূলক কাজের জন্য একটি বিশ্বব্যাপী শক্তি হিসেবে গোষ্ঠীর ভূমিকা তুলে ধরেন। মূল ফলাফলের মধ্যে চি সারভাইক্যাল ক্যান্সার মোকাবেলায় কোয়াড ক্যান্সার মুনশট উদ্যোগ এবং মহামারী প্রস্তুতি উন্নত করা। কোয়াডের পৃষ্টপোষকতায় সামুদ্রিক নিরাপত্তা প্রচেষ্টা সামুদ্রিক ডোমেইন সচেতনতার জন্য ইন্দো-প্যাসিফিক অংশীদারিত্ব এবং একটি নতুন প্রশিক্ষণ উদ্যোগের মাধ্যমে এগিয়েছে। কোয়াড পোর্টস অফ দ্য ফিউচার পার্টনারশিপ এবং সমুদ্রের নীচে কেবল আপগ্রেডের মতো ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্পগুলি সংযোগ এবং স্থিতিস্থাপকতার উপর জোর দিয়েছে। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, কোয়াড নেতারা AI, বায়োটেকনোলজি এবং সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে উদ্যোগ চালু করার ঘোষণা করেছেন।"

ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (US) একটি বিস্তৃত বিশ্বব্যাপী কৌশলগত অংশীদারিত্ব উপভোগ করে যা মানবিক প্রচেষ্টার প্রায় সকল ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে যা অভিন্ন

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বিভিন্ন বিষয়ে স্বার্থের সমন্বয় এবং জনসাধারণের সাথে প্রাণবন্ত যোগাযোগ দ্বারা পরিচালিত হয়। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির ক্ষেত্রে নেতাদের মধ্যে নিয়মিত আলাপ-আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভারত এবং US 2+2 মন্ত্রী পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক সংলাপের মাধ্যমে, ও তার পাশাপাশি G20, I2U2 এবং কোয়াড সহ বহুপাক্ষিক ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে দৃঢ় সহযোগিতা বজায় রেখেছে। এই বিনিময়ের ফলাফল দুই দেশের মধ্যে বহুমুখী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

সেপ্টেম্বরে উইলমিংটনে কোয়াড লিডার্স শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে US-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সময়, ভারত এবং US চারটি গুরুত্বপূর্ণ নথি গ্রহণ করে। এর মধ্যে ছিল তাদের অংশীদারিত্বের উপর একটি জয়েন্ট ফ্যাক্ট শীট, নিরাপদ ও সুরক্ষিত গ্লোবাল ক্লিন এনার্জি সাপ্লাই চেইন তৈরির জন্য US-ভারত উদ্যোগের একটি রোডম্যাপ এবং স্তম্ভ III এবং IV এর জন্য ইন্দো-প্যাসিফিক ইকোনোমিক ফ্রেমওয়ার্কের (IPEF) অনুমোদনের দলিল জমা দেওয়া।

তৎকালীন US ন্যাশানাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার (NSA) জ্যাক সুলিভান জুন মাসে নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে পারস্পরিক স্বার্থের দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং বিশ্বব্যাপী সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। সফরকালে, EAM NSA সুলিভানের সাথেও আলোচনা করেন। NSA সুলিভানের সাথে ছিলেন US-এর তৎকালীন উপ-বিদেশমন্ত্রী কার্ট ক্যাম্পবেল, ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের (NSF) পরিচালক, US জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ, জ্বালানি বিভাগ, ন্যাশনাল এরোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস (NASA), NSF এবং US এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (USAID) এর বরিষ্ঠ প্রতিনিধিরা সহ ঊর্ধ্বতন US কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধিদল। দুই NSA প্রথম ভারত-US উদ্যোগে ক্রিটিক্যাল অ্যান্ড ইমার্জিং টেকনোলজি (iCET)-এর বার্ষিক পর্যালোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন। উভয় পক্ষই পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য এগিয়ে যাওয়ার উপায় এবং অমীমাংসিত সমস্যাগুলি সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করেছে। মহাকাশে আন্তঃকার্যক্ষমতা আরও গভীর করার জন্য মানব মহাকাশযান সহযোগিতার জন্য একটি কৌশলগত ফ্রেমওয়ার্কও সমাপ্ত হয়েছে। এই মিটিং-এর পরে একটি যৌথ ফ্যাক্টশীট ইস্যু করা হয়েছিল। সেপ্টেম্বরে ভারত এবংUS একটি দ্বিপাক্ষিক 2+2 ইন্টার-সেশনাল বৈঠকও করেছে।

পৃথকভাবে, জুন মাসে হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান রিপ্রেজেন্টেটিভ মাইকেল ম্যাককলের নেতৃত্বে একটি দ্বিদলীয় মার্কিন কংগ্রেসনাল প্রতিনিধি দল ভারত সফর করে এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে। প্রতিনিধিদলটি বিদেশ সচিব এবং উপ-জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সাথে পৃথকভাবে বৈঠক করেছে। প্রতিনিধিদলটি ধর্মশালা পরিদর্শন করে এবং 14তম দালাই লামার সাথে দেখা করে।

ভারত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বহুপাক্ষিক এবং নির্বাচিত বহুপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছে। UNGA-এর 79তম অধিবেশনে, EAM সমসাময়িক বৈশ্বিক ইস্যুতে

ভারতের অবস্থান উপস্থাপন করেন এবংG4, G20, IBSA, BRICS, BIMSTEC, ভারত-ক্যারিবিয়ান কমিউনিটি (CARICOM), এবং ভারত-কমিউনিটি অফ ল্যাটিন আমেরিকান অ্যান্ড ক্যারিবিয়ান স্টেটস (CELAC) সহ একাধিক বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। EAM একটি গ্লোবাল গভর্নেন্স সংস্কার "কল টু অ্যাকশন" অনুমোদন করেছেন এবং বায়োডাইভার্সিটি বিয়ন্ড ন্যাশনাল জুরিসডিকশন (BBNJ) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। এছাড়াও, EAM মাদকের হুমকি, উন্নয়নের ধরণ এবং বিশ্বব্যাপী ভারতের ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনায় যোগ দেন, যার মধ্যে রয়েছে এশিয়া সোসাইটি এবং অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন (ORF)-এর মতো থিঙ্ক ট্যাঙ্ক দ্বারা আয়োজিত বৈদেশিক নীতি প্রচার সেমিনার।

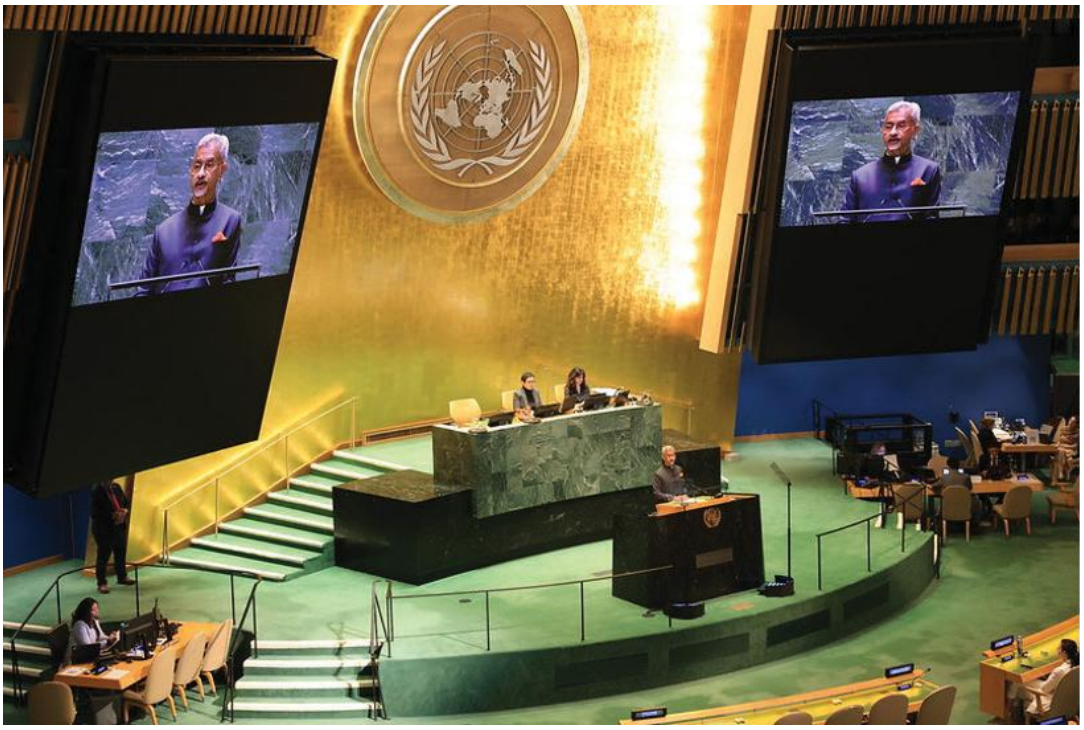

EAM 2024-এর সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কে ইউনাইটেড নেশনের সাধারণ সভার 79তম অধিবেশনে ভারতের বিবৃতি প্রদান করেন

ভারত ও US-এর মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতাও এই বছরজুড়ে আরও শক্তিশালী হয়েছে। সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর উইলমিংটন সফরের সময় লকহিড মার্টিন এবং টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস লিমিটেডের মধ্যে C-130J সুপার হারকিউলিস বিমানের জন্য যৌথ চুক্তির প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী এবং তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জোসেফ আর. বাইডেন। রাষ্ট্র নেতারা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশনস ফর ডিফেন্স এক্সিলেন্স (iDEX) এবং US (প্রতিরক্ষা বিভাগ) DoD-এর ডিফেন্স ইনোভেশন ইউনিট (DIU) এর মধ্যে বর্ধিত সহযোগিতাকে স্বাগত জানিয়েছেন, যা সেপ্টেম্বরে সিলিকন ভ্যালি শীর্ষ সম্মেলনে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে সহজতর হয়েছে।

জানুয়ারিতে, ভারতীয় নৌবাহিনী গুয়ামে মার্কিন নৌবাহিনী কর্তৃক আয়োজিত সাবমেরিন-বিরোধী যুদ্ধ প্রশিক্ষণের 4 সংস্করণ - "এক্সারসাইজ সি ড্রাগন 24"-এ অংশগ্রহণ করে।

বছরজুড়ে, ভারত এবং US বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা মহড়ায় অংশগ্রহণ করে, যার মধ্যে রয়েছে: ভারত-US দ্বিপাক্ষিক ট্রাই-সার্ভিস HADR এমফিবিয়াস মহড়া এবং টাইগার ট্রায়াম্ফ 24 মহড়া (বিশাখাপত্তনম, মার্চ), যা মার্কিন নৌবাহিনী, মেরিন কর্পস এবং সেনাবাহিনীর পাশাপাশি ভারতীয় নৌবাহিনী, সেনাবাহিনী এবং বিমানবাহিনীকে একত্রিত করেছিল। এপ্রিল মাসে, উভয় দেশের ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা হাওয়াইতে মার্কিন সেনা প্রশান্ত মহাসাগরীয় সদর দপ্তরে ভারত-US সেনা এক্সিকিউটিভ স্টিয়ারিং গ্রুপ (ESG) বৈঠকের 7 তম সংস্করণের জন্য পৃথকভাবে একত্রিত হন। তাদের আলোচনা উদীয়মান হুমকি, সংঘাত সমাধানের কৌশল এবং আধুনিক প্রতিরক্ষা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপর কেন্দ্রীভূত ছিল।

ভারত-কানাডা সম্পর্ক ঐতিহ্যগতভাবে জনসাধারণের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক এবং মজবুত অর্থনৈতিক সংযোগের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। 14ই জুনে ইতালির আপুলিয়ায় G7 শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী কানাডার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সাথে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ করেন। আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পূর্বশর্তগুলির মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক বোঝাপড়া, একে অপরের উদ্বেগের প্রতি শ্রদ্ধা এবং একে অপরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি অটল শ্রদ্ধা। এই প্রসঙ্গে, ভারত বারবার কানাডিয়ান সরকারকে তার মাটি থেকে পরিচালিত সমস্ত ভারত বিরোধী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে দ্রুত এবং কার্যকর ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছে।

সারা বছর ধরে ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী জুলাই মাসে 22তম বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে মস্কো এবং অক্টোবরে 16তম BRICS শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য কাজান সফর করেছিলেন। রাশিয়ার সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য 2023-24 সালে সর্বকালের সর্বোচ্চ USD 65.7 বিলিয়ন ছুঁয়েছে, যা রাশিয়াকে ভারতের 4তম বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার করে তুলেছে। ভারত-রাশিয়া আন্তঃসরকারি বাণিজ্য-অর্থনৈতিক-বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা কমিশনের (IRIGC-TEC)-এর 25তম অধিবেশন নভেম্বরে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর সহ-সভাপতিত্ব করেছিলেন বিদেশমন্ত্রী এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ডেনিস মান্তুরভ। পৃথকভাবে, ডিসেম্বরে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভারত-রাশিয়া ইন্টারগভর্মেন্টাল কমিশন অন মিলিটারি অ্যান্ড মিলিটারি-টেকনিক্যাল কোঅপারেশন (IRIGC-M&MTC)-এর 21তম প্রথম অধিবেশনের সহ-সভাপতিত্ব করতে রাশিয়া সফর করেন। EAM এবং তার রাশিয়ান সমকক্ষ সের্গেই ল্যাভরভ বছরজুড়ে বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে জুলাই মাসে আস্তানায় SCO শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি, জুলাই মাসে ভিয়েনতিয়েনে ASEAN ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে, সেপ্টেম্বরে গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিল-এর বৈঠকে এবং সেপ্টেম্বরে 79তম UNGA-এর অধিবেশনের শেষে নিউ ইয়র্কে। পৃথকভাবে, NSA সেপ্টেম্বরে BRICS NSA-দের বৈঠকের জন্য সেন্ট পিটার্সবার্গে গিয়েছিলেন। সফরকালে, NSA রাষ্ট্রপতি পুতিনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার রাশিয়ান প্রতিপক্ষ সের্গেই শোইগুর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

ইউরোপীয় দেশগুলি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) সাথে ভারতের সম্পর্ক নতুন করে গতি পেয়েছে, যার ফলে বেশ কয়েকটি উচ্চ-স্তরের বৈঠক হয়েছে। 2024-এ ভারত এবং EU তাদের কৌশলগত অংশীদারিত্বের 20 বছর উদযাপন করেছে। বছরটি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, উদীয়মান প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, পরিবেশবান্ধব রূপান্তর, নিরাপত্তার সাথে অভিবাসন এবং গতিশীলতার ক্ষেত্রে উচ্চ-স্তরের আলাপআলোচনা এবং সহযোগিতা আরও গভীরতর হয়েছে।

অক্টোবরে ভিয়েন্টিয়ানে পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে ইউরোপীয় কাউন্সিলের তৎকালীন সভাপতি চার্লস মিশেল একটি বৈঠক করেছিলেন। নভেম্বরে রিও ডি জেনেইরোতে G20 শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছিলে।

ভারতের 75 তম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হিসেবে ফরাসি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ভারত সফরে এসেছেন। প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনার সময়, উভয় পক্ষই 2026 সালকে 'ভারত-ফ্রান্স ইয়ার অফ ইনোভেশন' হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উভয় পক্ষ প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, বেসামরিক বিমান চলাচল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, লোকপ্রশাসন এবং নগর উন্নয়ন সহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে বেশ কয়েকটি সমঝোতা MoUs/চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

2024-এর জানুয়ারী -তে নতুন দিল্লিতে 75 তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে,মাননীয় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ

ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির আমন্ত্রণে আউটরিচ পার্টনার হিসেবে G7 শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী জুন মাসে ইতালি সফর করেন। G7 শীর্ষ

সম্মেলনের ফাঁকে, প্রধানমন্ত্রী ইতালির প্রধানমন্ত্রী, জার্মানির চ্যান্সেলর, ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সাথে পৃথক বৈঠক করেন।

জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রিয়া সফর করেন, যা ছিল 41 বছরের মধ্যে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সফর, কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার 75 তম বর্ষ উদযাপনের সাথে মাইল যায়। সফরকালে ভারত-অস্ট্রিয়া অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির বিষয়ে একটি যৌথ বিবৃতি জারি করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি আলেকজান্ডার ভ্যান ডার বেলেনের সাথেও প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎ করেন এবং চ্যান্সেলর কার্ল নেহামারের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্কের আমন্ত্রণে, প্রধানমন্ত্রী আগস্ট মাসে পোল্যান্ড সফর করেন, যা দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার 70 তম বার্ষিকীর সাথেও মিলে যায়। সফরকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্কের সাথে আলোচনা করেন এবং রাষ্ট্রপতি আন্দ্রেজ দুদার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই সফরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফলাফল ছিল ভারত-পোল্যান্ড দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করার ঘোষণা।

স্পেনের রাষ্ট্রপতি পেদ্রো সানচেজ অক্টোবরে ভারত সফর করেছিলেন। সফরকালে, প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি সানচেজ যৌথভাবে ভাদোদরায় 295 বিমানের ফাইনাল অ্যাসেম্বলি লাইন প্ল্যান্ট উদ্বোধন করেন যেটি এয়ারবাস স্পেনের সহযোগিতায় টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস দ্বারা নির্মিত হয়েছে।

সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে 79তম ইউনাইটেড নেশনের জেনেরাল অ্যাসেম্বলির ফাঁকে, বিদেশমন্ত্রী বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন এবং বেলজিয়াম, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য এবং স্পেনের তাঁর সমকক্ষদের সাথে পৃথক বৈঠক করেন।

প্রধানমন্ত্রী আগস্ট 2024-তে ওয়ারসো-তে কোলাপুর স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিতে, সুইজারল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে এবং লিচেনস্টাইনের সমন্বয়ে গঠিত ভারত এবং ইউরোপীয় ফ্রি ট্রেড এসোসিয়েশন (EFTA) মার্চ মাসে একটি বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (TEPA) স্বাক্ষর করেছে। চুক্তিটিতে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী (CIM) এবং সুইস ফেডারেল কাউন্সিলর গাই পারমেলিন, আইসল্যান্ডের বিদেশমন্ত্রী বজার্নি বেনেডিক্টসন, লিচেনস্টাইনের বিদেশমন্ত্রী ডমিনিক হাসলার এবং নরওয়ের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী জ্যান ক্রিশ্চিয়ান ভেস্ত্রে স্বাক্ষর করেন। TEPA-তে আগামী 15 বছরে 2039-এর মধ্যে ভারতে USD 100 বিলিয়ন বিনিয়োগ এবং 1 মিলিয়ন সরাসরি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

EAM 2024-এর ফেব্রুয়ারিতে নয়াদিল্লিতে রাইসিনা আলোচনা সভার ফাঁকে নর্ডিক-বাল্টিক এইট (NB8) এর বিদেশমন্ত্রীদের আতিথ্য করেছিলেন।

সেপ্টেম্বরে, EAM জার্মানি সফর করেন এবং চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি পৃথকভাবে বিদেশমন্ত্রী আন্নালেনা বায়েরবক, প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিয়াস, চ্যান্সেলরের বিদেশ ও নিরাপত্তা নীতি উপদেষ্টা জেন্স প্লোয়েটনার এবং সংসদ সদস্যদের (বুন্ডেস্ট্যাগ) সাথে সাক্ষাত করেন এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ পরিসর নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। একই মাসে, EAM সুইজারল্যান্ড সফর করেন এবং বিদেশমন্ত্রী ইগনাজিও ক্যাসিসের সাথে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন এবং ভারত-EFTA মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেন।

নভেম্বরে, EAM G7 -এ বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে ইতালি সফর করেন। আলাপচারিতার ফাঁকে, EAM ইতালির বিদেশমন্ত্রীর সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎ করেন এবং ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যে তাঁর সমকক্ষদের সাথেও সাক্ষাৎ করেন।

ফেব্রুয়ারি মাসে নয়াদিল্লিতে রাইসিনা ডায়লগের নবম সংস্করণে আলবেনিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, চেকিয়া, ডেনমার্ক, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, গ্রীস, হাঙ্গেরি, লাটভিয়া, লিসটেনস্টাইন, লিথুয়ানিয়া, রোমানিয়া, স্লোভাক প্রজাতন্ত্র এবং সুইডেনের বিদেশমন্ত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাইসিনা ডায়লগের অবসরে EAM নর্ডিক-বাল্টিক এইট (NB8)-এর বিদেশমন্ত্রীদের সাথে বৈঠকের আয়োজন করেন। বৈঠকটির মূল লক্ষ্য ছিলো পরিবেশবান্ধব ও সবুজ প্রযুক্তির অগ্রগতি, ডিজিটাল ও সাইবার সহযোগিতা জোরদার করা, উচ্চমানের দক্ষতার উন্নয়ন এবং স্থিতিশীল বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলা।

এই বছরটি ভারত-জাপানের মধ্যে বিশেষ কৌশলগত এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের 10 তম বার্ষিকী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ভারত ও জাপান উচ্চ পর্যায়ের সফর, প্রযুক্তি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং বাণিজ্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক উদ্যোগের পাশাপাশি ইউনাইটেড নেশন, G20 এবং কোয়াড-এ একে অপরকে সহোযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এই সমগ্র বছরটি জুড়ে তাদের সম্পর্ককে আরও গভীর করে তুলেছে। এই বছরে, প্রধানমন্ত্রী জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সাথে দুবার দেখা করেন: ইতালিতে G7 শীর্ষ সম্মেলনে (জুন) এবং আবার উইলমিংটনে কোয়াড শীর্ষ সম্মেলনে (সেপ্টেম্বর)। এই মতবিনিময়ের মাধ্যমে, দুই দেশের নেতারা বহুমুখী সম্পর্ক পর্যালোচনা করেছেন এবং সহযোগিতাকে আরও গভীর করার জন্য মতামত বিনিময় করেছেন। অক্টোবর মাসে, প্রধানমন্ত্রী লাওসে ভারত-ASEAN শীর্ষ সম্মেলনের অবসরে নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সাথে দেখা করেন, যেখানে উভয় দেশের নেতা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা, সেমিকন্ডাক্টর এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিনিময়ে সহযোগিতা আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

আগস্ট মাসে, জাপানের বিদেশ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা তৃতীয় 2+2 মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের জন্য ভারত সফর করেন, যার সভাপতিত্ব করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং EAM। নভেম্বর মাসে EAM ইতালিতে বিদেশমন্ত্রীদের G7 আউটরিচ অধিবেশনের অবসরে জাপানের বিদেশমন্ত্রী তাকেশি ইওয়ায়ার সাথেও দেখা করেছিলেন।

2020 সালের জুন মাস থেকে ভারত ও চীন ওয়ার্কিং মেকানিজম ফর কনসালটেশন অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন (WMCC) এর 18 টি বৈঠক এবং সিনিয়র মিলিটারি কমান্ডার পর্যায়ে 21 দফায় বৈঠক করেছে। অক্টোবর মাসে, কূটনৈতিক ও সামরিক উভয় স্তরে আলাপ - আলোচনার পরে, লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল (LAC) বরাবর কিছু এলাকায় টহলদারি ব্যবস্থার বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছানো হয়, যার ফলে সেনা প্রত্যাহার করা হয় এবং 2020 সালে এই অঞ্চলগুলিতে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধান করা হয়। পরবর্তী সময়ে, অক্টোবর মাসে রাশিয়ার কাজানে 16তম BRICS শীর্ষ সম্মেলনের অবসরে

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রায় পাঁচ বছরের মধ্যে এটি ছিল প্রথম প্রতিনিধি পর্যায়ে তাঁদের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। এই বছরে, EAM তিনবার বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ইয়ের সাথে দেখা করেন - জুলাই মাসে আস্তানায় SCO কাউন্সিল অফ হেডস অফ স্টেটস মিটিং চলাকালীন, জুলাই মাসে ভিয়েন্টিয়েনে ASEAN-সম্পর্কিত বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক চলাকালীন এবং নভেম্বরে রিও ডি জেনিরোতে G20 শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি। ডিসেম্বর মাসে দুই দেশের বিশেষ প্রতিনিধিরা বেজিংয়েও বৈঠক করেছিলেন।

2024-এর অক্টোবর মাসে লাওসে ভারত-ASEAN শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

বেশ কয়েকটি উচ্চ পর্যায়ের বিনিময় ও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কারণে ভারত এবং কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের (RoK) মধ্যে বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও গভীর হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এবং দক্ষিণ কোরিয়ার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইউন সুক ইওল অক্টোবরে ভিয়েন্টিয়েনে ইস্ট এশিয়া শীর্ষ সম্মেলন এবং নভেম্বরে রিও ডি জেনেইরোতে G-20 শীর্ষ সম্মেলনের অবসরে সাক্ষাৎ করেছিলেন। পৃথকভাবে, EAM মার্চ মাসে সিওল সফর করেন এবং বিদেশমন্ত্রী চো তাই-ইউলের সাথে দশম ভারত-RoK-এর যৌথ কমিশনের বৈঠকে সহ-সভাপতিত্ব করেন। দুই দেশের মন্ত্রী জুলাই মাসে ASEAN রিজিওনাল ফোরামের অবসরে সাক্ষাৎ করেন এবং সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার 79 তম অধিবেশনের অবসরে এবং ডিসেম্বর মাসে ইতালিতে G7শীর্ষ সম্মেলনে আবারও সাক্ষাৎ করেন।

ভারত এবং ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অফ কোরিয়া (DPRK)-এর মধ্যে সম্পর্ক স্থিতিশীলতা বজায় ছিল। ভারত আলাপ-আলোচনা ও কূটনীতির মাধ্যমে কোরিয়ান উপদ্বীপে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাকে ধারাবাহিকভাবে সমর্থন জানিয়েছে।

2024 সালের অক্টোবরে কাজানে 16তম BRICS শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন

ভারত এবং মঙ্গোলিয়ার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সভ্যতাগত, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিকতার বন্ধনের উপরে ভিত্তি করে। চীন ও রাশিয়ার সীমান্তবর্তী একটি স্থলবেষ্টিত দেশ হওয়ায় মঙ্গোলিয়া ভারতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ 'তৃতীয়' এবং 'আধ্যাত্মিক প্রতিবেশী' দেশ হিসেবে বিবেচনা করে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের উন্নয়ন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

এই বছরটি জুড়ে গাল্ফ দেশগুলির সাথে ভারতের সম্পর্ক উচ্চ পর্যায়ের সফর বিনিময়, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের বৃদ্ধি এবং শক্তি ও নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, পারমাণবিক, সংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পর্ক বিস্তৃত হওয়ার মাধ্যম আরও সুদৃঢ় ও গভীর হয়েছে। গাল্ফ দেশগুলি ভারতের শীর্ষ স্থানীয় বাণিজ্যিক অংশীদারদের মধ্যে অন্যতম। 2023-24 সালে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য USD 162 বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, গাল্ফ কোঅপারেশন কাউন্সিল (GCC) ভারতের শীর্ষস্থানীয় আঞ্চলিক বাণিজ্য অংশীদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারতে বিনিয়োগ জোরদারভাবে অব্যাহত রয়েছে এবং এই অঞ্চল থেকে ভারত যথেষ্ট পরিমাণে জ্বালানি আমদানি করে। UAE-এর রাষ্ট্রপতি শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান জানুয়ারি মাসে আহমেদাবাদে ভাইব্র্যান্ট গুজরাট শীর্ষ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ

দিতে ভারত সফর করেছিলেন। এই সফর চলাকালীন উদ্ভাবনী স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং ফুড পার্কের উন্নয়নে বিনিয়োগ সহযোগিতার বিষয়ে একাধিক MoU স্বাক্ষরিত হয়।

(বাম-ডান) প্রধানমন্ত্রী UAE-তে 'আহলান মোদী' (ফেব্রুয়ারী) এবং কুয়েতে 'হালা মোদী' (ডিসেম্বর) তে ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন)।

প্রধানমন্ত্রী 2024-সালের ফেব্রুয়ারিতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (UAE)-তে দ্বিপাক্ষিক সফর করেন এবং UAE-এর রাষ্ট্রপতি শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান এবং দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুমের সাথে বৈঠক করেন। সফরকালে গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক/চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার মধ্যে রয়েছে, একটি দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি, ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর (IMEEC) সংক্রান্ত ইন্টারগভর্মেন্টাল ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট (IGFA), ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট সংক্রান্ত MoU গুলি, এবং ন্যাশনাল মেরিটাইম কমপ্লেক্স (NMHC), ইত্যাদি। প্রধানমন্ত্রী ফেব্রুয়ারি মাসে আবু ধাবিতে প্রথম হিন্দু মন্দির, BAPS মন্দিরের উদ্বোধন করেন।

নভেম্বর মাসে, EAM সিম্বায়োসিস ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির দুবাই ক্যাম্পাস উদ্বোধন করেন। ডিসেম্বর মাসে, UAE-এর উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান চতুর্থ কৌশলগত বৈঠক এবং 15 তম যৌথ কমিশনের বৈঠকে যোগদান করার জন্য ভারত সফর করেন।

EAM সেপ্টেম্বর মাসে ভারত-GCC যৌথ মন্ত্রী পর্যায়ের কৌশলগত বৈঠকে যোগ দিতে রিয়াধ সফর করেন। এটি ছিল ভারত এবং গাল্ফ কোঅপারেশন কাউন্সিলের (GCC)-এর অন্তর্গত সদস্য দেশগুলির মধ্যে বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম বৈঠক। জুন মাসে EAM কাতারের প্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান বিন

জসিম আল থানির সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করতে দোহা সফরে যান। ডিসেম্বরে মাসে, EAM দোহা ফোরামের 22 তম সংস্করণে অংশ নিয়েছিলেন এবং 'নতুন যুগের সংঘাত সমাধান' শীর্ষক একটি প্যানেলে ভাষণ দিয়েছিলেন।

EAM আগস্ট মাসে কুয়েত সফর করেন এবং যুবরাজ শেখ সাবাহ আল-খালেদ আল সাবাহ, প্রধানমন্ত্রী শেখ আহমেদ আল আবদুল্লাহ আল সাবাহ এবং বিদেশমন্ত্রী আবদুল্লাহ আলী আল ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন। ডিসেম্বর মাসে কুয়েতের বিদেশমন্ত্রী ভারত সফর করেছিলেন এবং EAM-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন ও প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

2024 সালে ভারত বিভিন্ন কূটনৈতিক, প্রতিরক্ষা এবং মানবিক উদ্যোগের মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার দেশগুলির সাথে তার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করেছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে মাননীয় রাষ্ট্রপতির ঐতিহাসিক আলজেরিয়া সফর, যা কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রধানের প্রথমবারের মতো আলজেরিয়া সফর এবং ভারত-আলজেরিয়া অর্থনৈতিক ফোরামের উদ্বোধন করা। উচ্চ পর্যায়ের সফর এবং সামরিক সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তির মাধ্যমে আলজেরিয়ার সাথে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক বিনিময় এবং কৌশলগত বৈঠকের মত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত মিশর, ইজরায়েল এবং মরক্কোর সাথে তার সম্পর্ক আরও গভীর করেছে। জুলাই মাসে ত্রিপোলিতে ভারত তার দূতাবাস পুনরায় চালু করেছে।

ভারতের তরফে প্যালেস্তাইনকে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তা সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত ছিল। 2024-25 সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট প্রাচ্যের রিলিফ এবং ওয়ার্কস এজেন্সিতে (UNRWA) প্যালেস্তাইনের শরণার্থীদের জন্য ভারতের তরফ থেকে USD 5 মিলিয়ন বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে, ভারত UNRWA-এর প্রধান কর্মসূচিগুলিতে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং ত্রাণ পরিষেবায় মোট USD 40 মিলিয়ন অবদান রেখেছে। এছাড়াও, সুদান, সিরিয়া এবং দক্ষিণ সুদানের মত দেশগুলিতে চিকিৎসা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম চালানো হয়েছে। সারা বছর ধরে লিবিয়া, তিউনিসিয়া এবং জিবুতির মত দেশগুলির সাথে কূটনৈতিক সফর এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ভারত দেশগুলিতে মানবিক প্রচেষ্টা বর্তমান রাখতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়াও, জর্ডন এবং সোমালিয়ার সাথে ভারতের সম্পর্ক প্রতিরক্ষা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা লক্ষ্য করা গেছে। এই বছরটিতে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় অব্যাহত ছিল, যা এই দেশগুলির মধ্যে আরও গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়ে ভারতের প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করেছে।

ভারত ও ইরানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সারা বছরজুড়ে ইতিবাচক গতি বজায় রেখেছে। অক্টোবর মাসে, প্রধানমন্ত্রী রাশিয়ার কাজানে 16তম BRICS শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মাসুদ পেজেশকিয়ানের সাথে

সাক্ষাৎ করেন। দুই দেশের নেতাই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ দিক পর্যালোচনা করেছেন এবং পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি সহ আঞ্চলিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। জানুয়ারি মাসে, EAM ইরান সফর করেন এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সাইয়্যেদ ইব্রাহিম রাইসির সাথে সাক্ষাৎ করেন। সফর চলাকালীন তিনি তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী হোসেইন আমির-আবদুল্লাহিয়ান, সড়ক ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী মেহরদাদ বাজরপাশ এবং সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সচিব আলী আকবর আহমাদিয়ানের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। ওই মাসেই, কাম্পালায় NAM শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে EAM তৎকালীন প্রথম উপরাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ মোখবেরের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অক্টোবর মাসে, EAM কাজানে BRICS আউটরিচ অধিবেশনের ফাঁকে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগচির সাথে সাক্ষাৎ করেন। সংযোগ প্রকল্পগুলিতে সহযোগিতা সারা বছর ধরে আরও জোরদার করা হয়েছে। চাবাহার বন্দর -এর শহীদ বেহেস্তি টার্মিনাল সজ্জিত ও পরিচালনার জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রধান চুক্তিটি 13ই মে তারিখে ইন্ডিয়া পোর্টস গ্লোবাল লিমিটেড ও ইরানের পোর্ট ও গ্লোবাল অর্গানাইজেশনের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।

রাশিয়ার সভাপতিত্বে 16তম BRICS শীর্ষ সম্মেলন অক্টোবরে রাশিয়ার কাজানে অনুষ্ঠিত হয়। এই শীর্ষ সম্মেলনের থিম ছিল "ন্যায়সঙ্গত বৈশ্বিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য বহুপাক্ষিকতাবাদকে জোরদার করা "। জুন মাসে, রাশিয়া নিজনি নভগোরোডে BRICS -এর অন্তর্গত বিদেশমন্ত্রীদের একটি বৈঠকের আয়োজন করেছিল, যেখানে 'উন্নয়নশীল দেশগুলির সাথে BRICS -এর বৈঠক' শীর্ষক একটি মন্ত্রী পর্যায়ের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বৈঠকে সৌদি আরবের বিদেশমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে, নিউ ইয়র্কে 79তম UNGA -এর ফাঁকে অনুষ্ঠিত BRICS বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে EAM দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। অক্টোবর মাসে শীর্ষ সম্মেলনের সময়, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন, যে সময়ে বিদেশমন্ত্রী BRICS প্লাস/আউটরিচ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। শীর্ষ সম্মেলনটি শেষ হয় 16তম BRICS কাজান ঘোষণাপত্র গ্রহণ এবং 'সম্ভাব্য ব্রিকস অংশীদার দেশগুলির তালিকা' সহ 'ব্রিকস অংশীদার দেশগুলির তালিকা' চূড়ান্ত করার মাধ্যমে।

SCOতে ভারতের অগ্রাধিকারগুলি প্রধানমন্ত্রীর 'SECURE' SCO-র দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নির্ধারিত হয়, যেখানে SECURE বলতে নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সংযোগ, ঐক্য, সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং পরিবেশ সুরক্ষাকে বোঝায়। ভারত SCO ফ্রেমওয়ার্কের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রক্রিয়া/উদ্যোগের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল এবং সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, সমতা, পারস্পরিক লাভ এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার মতো পারস্পরিক সম্মানের বিষয়টি পুনরায় নিশ্চিত করেছে। EAM জুলাই মাসে আস্তানায় অনুষ্ঠিত 24তম SCO শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন, তিনি SCO রাষ্ট্রপ্রধানদের পরিষদের বর্ধিত সভায় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন।

প্রধানমন্ত্রী 2024-এর অক্টোবরে কাজানে 16তম BRICS শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন

প্রধানমন্ত্রী 2024-এর আগস্টে কিয়েভে তাঁর সরকারি সফরের সময় ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কির কাছে 4 BHISHM কিউবস হস্তান্তর করেন

EAM অক্টোবরে ইসলামাবাদে কাউন্সিল অফ হেডস গভর্মেন্ট (CHG) -এর সভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। আস্তানা ঘোষণাপত্র ছাড়াও SCO শীর্ষ সম্মেলনে মোট 23টি নথি গৃহীত হয়েছিল। ঘোষণাপত্রে, আঞ্চলিক পরিবহন ও সংযোগের উদ্দেশ্যসমূহকে স্বাগত জানিয়ে, সহযোগিতার গুরুত্বকে ন্যায়সঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণ ভিত্তিতে এবং আন্তর্জাতিক আইন, UN সনদ ও SCO সনদের লক্ষ্য এবং নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও, ঘোষণাপত্রে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নিন্দা করা হয়েছে, বিশেষ করে সন্ত্রাসীদের অর্থ যোগান দেওয়া এবং সীমান্ত-পারের সন্ত্রাসবাদের

মতো সমস্যাগুলি মোকাবিলা করার, তার সাথে সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন ও নিরাপদ আশ্রয় প্রদানকারী দেশগুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করা এবং সমগ্র বিশ্বের সামনের তাদের আসল চেহারা প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ভারত-ইউক্রেনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ক্রমাগত বিকাশ লাভ করেছে। আগস্ট মাসে, একজন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী প্রথম ইউক্রেন সফর করেন। জুন মাসে ইতালিতে G7> শীর্ষ সম্মেলন এবং সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে UN-এর সাধারণ সভার 79 তম অধিবেশনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কির সাথে সাক্ষাৎও করেছিলেন। ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রীও মার্চ মাসে EAM-এর আমন্ত্রণে নয়াদিল্লিতে একটি সরকারি সফর করেছিলেন।

বেলারুশ প্রজাতন্ত্রের বিদেশ মন্ত্রী সের্গেই আলেনিক মার্চ মাসে EAM-এর আমন্ত্রণে ভারত সফর করেছিলেন। দুই দেশের মন্ত্রী ভারত-বেলারুশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করেছেন এবং বাণিজ্য, অর্থনীতি, বীমা, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রগুলিতে অংশীদারিত্ব এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সেপ্টেম্বর মাসে, MoS (KVS) আর্মেনিয়া সফর করেন এবং যোগ দেন উদ্বোধনী ইয়েরেভান ডায়লগে, একটি ট্র্যাক 1.5 ডায়লগ যেখানে মন্ত্রী, কূটনীতিবিদ, থিঙ্ক-ট্যাংক এবং শিক্ষাবিদরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি আর্মেনিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী মেহের হারবার্টি গ্রিগোরিয়ানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং আর্মেনিয়ার বিদেশমন্ত্রী আরারাত মিরজোয়ানের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করেন।

এই বছরটিতে, উচ্চ পর্যায়ের কূটনৈতিক সফর, বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন অংশীদারিত্বের প্রচারের মাধ্যমে আফ্রিকার দেশগুলির সাথে ভারতের সম্পর্ক চিহ্নিত হয়েছিল। মাননীয় রাষ্ট্রপতিজী অক্টোবর মাসে মালাউই এবং মৌরিতানিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ সফর করেছিলেন। এই সফরের সময়, মাননীয় রাষ্ট্রপতিজী আফ্রিকান নেতাদের সাথে মতবিনিময় করার মাধ্যমে, দ্বিপাক্ষিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও মজবুত করেন।

আগস্ট মাসে, বুরুন্ডি, গাম্বিয়া, লাইবেরিয়া, মরিশাস এবং জিম্বাবুয়ের উপ-রাষ্ট্রপতি সহ বেশ কয়েকজন আফ্রিকান নেতা 19তম CII ভারত-আফ্রিকা কনক্লেভে অংশগ্রহণ করার জন্য ভারত সফর করেছিলেন। ওই একই মাসে, ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিটের তৃতীয় সংস্করণে আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, বেনিন, বতসোয়ানা, বুরকিনা ফাসো, বুরুন্ডি, কেপ ভার্দে, চাদ, কমোরোস, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, মিশর, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, ইরিথ্রিয়া, এসোয়াতিনি, ইতিওপিয়া, গাবোন, গ্যাম্বিয়া, ঘানা, গিনি, গিনি বিসাউ, আইভরি কোস্ট, কেনিয়া, লেসোথো, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, মাদাগাস্কার, মালাউই, মালি, মৌরিতানিয়া, মরিশাস, মরক্কো, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, নাইজার, নাইজেরিয়া, রুয়ান্ডা, সাও টোমে এবং প্রিনসিপে, সেনেগাল, সিসিলি, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ সুদান, সুদান, তানজানিয়া,

টোগো, টিউনিসিয়া, উগান্ডা, জাম্বিয়া এবং জিম্বাবুয়ে ইত্যাদি দেশকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়।

প্রধানমন্ত্রী জানুয়ারি মাসে গান্ধীনগরে মোজাম্বিকের রাষ্ট্রপতি ফিলিপ নিউসির সাথে দেখা করেছিলেন এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নভেম্বর মাসে নাইজেরিয়ায় একটি রাষ্ট্রীয় সফর করেন, যা 17 বছরের মধ্যে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সফর ছিল। এই সফরে কাস্টমস কোঅপারেশন, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং ভূমি জরিপ সহযোগিতার বিষয়ে MoU গুলি স্বাক্ষরিত হয়। নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ টিনুবু প্রধানমন্ত্রীকে "গ্র্যান্ড কমান্ডার অফ দ্য অর্ডার অফ নাইজার" শীর্ষক জাতীয় পুরস্কার প্রদান করেন।

EAM সেপ্টেম্বর মাসে ইথিওপিয়ার বিদেশমন্ত্রী তায়ে আতস্কে সেলাসির সাথে নিউইয়র্কে UNGA-এর 74তম অধিবেশনের অবসরে, কাম্পালায় NAM শীর্ষ সম্মেলনের শেষে জানুয়ারি মাসে উগান্ডার বিদেশমন্ত্রী জেজে ওডঙ্গো এবং ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে রাইসিনা ডায়লগের শেষে ঘানার বিদেশমন্ত্রী শার্লি আয়োরকোর বোটচওয়েতে পৃথক-পৃথক বৈঠক করেন।

2024 সালের নভেম্বর মাসে, আবুজায় নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ টিনুবু প্রধানমন্ত্রীকে 'গ্র্যান্ড কমান্ডার অফ দ্য অর্ডার অফ নাইজার' পুরস্কারে ভূষিত করেন।

ভারত গ্যাবন এবং কাবো ভার্দেতে নতুন দূতাবাস স্থাপন করার মাধ্যমে আফ্রিকায় তার কূটনৈতিক উপস্থিতি সম্প্রসারণ করা বজায় রেখেছে। ভারতের সহযোগিতায় ইথিওপিয়া জানুয়ারিতে BRICS-এ যোগ দেয় এবং USD 7.9 বিলিয়ন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের সাথে

ভারত আফ্রিকায় তানজানিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার হয়ে উঠেছে। এছাড়াও, ভারত রুয়ান্ডাকে মিডওয়াইফারি উন্নয়নের জন্য USD 1 মিলিয়নের অনুদান প্রদান করে সহায়তা করেছে, মালাউইতে একটি স্থায়ী কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছে এবং মোজাম্বিককে দুটি ফাস্ট ইন্টারসেপ্টর ক্রাফট (FICs) দান করেছে।

প্রধান প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলির মধ্যে রয়েছে INS তলোয়ারের কেনিয়া (সেপ্টেম্বর), তানজানিয়া (অক্টোবর) এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় (অক্টোবর) বন্দর সফর, এবং মার্চ মাসে মোজাম্বিকের উত্তরের নাকালায় ভারত-মোজাম্বিক-তানজানিয়া প্রথম ত্রিপক্ষীয় নৌ মহড়ার আয়োজন।

আফ্রিকায় প্রধান উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে ঘানার টেমা-এমপাকাদান রেলপথের জন্য USD 447 মিলিয়ন অনুদান প্রদান করা, কেনিয়ায় এক্সিম ব্যাঙ্কের (এক্সপোর্ট- ইম্পোর্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া) নতুন পূর্ব আফ্রিকা প্রতিনিধি অফিস খোলা এবং নামিবিয়া ও টোগোতে ডিজিটাল পেমেন্টের ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নত করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করা। মানবিকতার দিক থেকে, ভারত নামিবিয়া, কেনিয়া এবং জাম্বিয়াকে খরা ও বন্যা ত্রাণের জন্য সাহায্য প্রদান করেছে, পাশাপাশি কলেরা প্রাদুর্ভাব মোকাবেলা করা জন্য জাম্বিয়াকে 3.5 টন চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে। পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য 1,800টি ITEC প্রশিক্ষণ স্লট বরাদ্দ করা, 1,272টি ITEC স্লট এবং মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার জন্য 251 জনকে ICCR স্কলারশিপ এবং 7,600 জন আফ্রিকান শিক্ষার্থীরা ই-বিদ্যাভারতী আরোগ্যভারতী (e-VBAB) অনলাইন শিক্ষা প্রোগ্রামে নথিভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে, গোটা বছরটি ধরেই সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা এবং উন্নয়নমূলক সহযোগিতার মাধ্যমে এই উদ্যোগগুলি আফ্রিকার প্রতি ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। এই বছরে, ভারত এবং ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান (LAC) অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক এই অঞ্চলের দেশগুলির সাথে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও এক নতুন গতি এনে দিয়েছে।

নভেম্বর মাসে রিও ডি জেনেইরোতে G20 নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করতে প্রধানমন্ত্রী ব্রাজিল সফর করেন। এই G-20 শীর্ষ সম্মেলনের অবসরে, তিনি ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা, আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি জাভিয়ের মিলে এবং চিলির রাষ্ট্রপতি গ্যাব্রিয়েল বোরিক ফন্টের সাথে পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেন।

নভেম্বর মাসে, প্রধানমন্ত্রী গায়ানায় একটি সরকারি সফরও করেন, যেখানে তিনি গায়ানার রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ ইরফান আলীর সাথে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক করেন। জর্জটাউনের স্টেট হাউসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে, প্রধানমন্ত্রীকে গায়ানার রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গায়ানার সর্বোচ্চ পুরষ্কার,"অর্ডার অফ দ্য এক্সিলেন্স", প্রদান করা হয়েছিল।

(উপরে বাম দিক থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে) 2024 সালে প্রধানমন্ত্রী নভেম্বর মাসে জর্জটাউনে 2য় ভারত-CARICOM শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, বাহামা, বার্বাডোস, ডোমিনিকা, সেন্ট লুসিয়া এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

প্রধানমন্ত্রী গায়ানার জর্জটাউনে গ্রেনাডার প্রধানমন্ত্রী ডিকন মিচেলের সাথে দ্বিতীয় ভারত-ক্যারিবিয়ান কমিউনিটি (CARICOM) শীর্ষ সম্মেলনের সহ-সভাপতিত্ব করেন। এই শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে, প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, বার্বাডোস, সেন্ট লুসিয়া, কমনওয়েলথ অফ ডোমিনিকা, গ্রেনাডা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো এবং সুরিনামের প্রধানমন্ত্রীদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। জর্জটাউনে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে, কমনওয়েলথ অফ ডোমিনিকার রাষ্ট্রপতি সিলভানি বার্টন প্রধানমন্ত্রীকে ডোমিনিকার সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার, "ডোমিনিকা অ্যাওয়ার্ড অফ অনার" প্রদান করেন।

(উপরে বাম দিক থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে) EAM 2024 সালে নিউ ইর্য়কে, অনুষ্ঠিত UNGA-র পাশে কিউবা, এল সালভাদর, গুয়ানা এবং ভেনিজুয়েলা থেকে তাঁর সমকক্ষদের সাথে দেখা করেছিলেন।

এই বছরটি ক্যারিবিয়ান দেশগুলির নেতাদের বহু সফর প্রত্যক্ষ করেছে। ফেব্রুয়ারি মাসে গায়ানার প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ ইরফান আলী ভারত সফর করেছিলেন। তিনি মাননীয় রাষ্ট্রপতিজী এবং মাননীয় উপরাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং EAM এবং বিদ্যুৎ ও নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের মন্ত্রীর সাথে পৃথকভাবে বৈঠক করেন। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর প্রধানমন্ত্রী মে মাসে মুম্বাই এবং জামনগর সফর করেছিলেন। জামাইকার প্রধানমন্ত্রী অক্টোবর মাসে ভারত সফর করেন এবং মাননীয় রাষ্ট্রপতিজী, মাননীয় উপ-রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে পৃথকভাবে বৈঠক করেন। অক্টোবর মাসে ভেনেজুয়েলার এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট একটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ভারতে আসেন এবং মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের মন্ত্রীর সাথে দেখা করেন।

এই বছরে, EAM পানামা, ব্রাজিল, চিলি, আর্জেন্টিনা এবং সেন্ট কিটস ও নেভিসের বিদেশমন্ত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। নিউ ইয়র্কে UNGA-এর অবসরে তিনি গায়ানা, বলিভিয়া, মেক্সিকো, কিউবা, এল সালভাদর, নিকারাগুয়া, পানামা, ডোমিনিকা, গ্রেনাডা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, সুরিনাম এবং ভেনেজুয়েলার প্রধানমন্ত্রীদের পাশাপাশি সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইনসের প্রধানমন্ত্রীর সাথেও দেখা করেন। কাম্পালায় NAM শীর্ষ সম্মেলনটির অবসরে, তিনি উগান্ডায় কলম্বিয়া, বলিভিয়া এবং ভেনেজুয়েলার বিদেশমন্ত্রীদের সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎ করেন।

EAM নভেম্বর মাসে গায়ানায় ভারত-CARICOM শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে জ্যামাইকার বিদেশমন্ত্রীর সাথে এবং ডিসেম্বর মাসে কাতারে দোহা ফোরামের ফাঁকে হন্ডুরাসের বিদেশমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

2024 সালের ফেব্রুয়ারিতে MOS (VM) G20 বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকের জন্য ব্রাজিল সফর করেন। আগস্টে, MOS (PM) ডোমিনিকান রিপাবলিক, গুয়াতেমালা, এল সালভাদর, পানামা এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে সরকারী সফর করেছেন। পরবর্তীতে, তিনি মেক্সিকো (সেপ্টেম্বর), গ্রেনাডা (অক্টোবর), বার্বাডোস (অক্টোবর) এবং অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা (অক্টোবর)-তে সফর করেন। অক্টোবরে COP16 সভায় অংশগ্রহণের জন্য MOS (KVS) কলম্বিয়ার ক্যালিতে সফর করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে বলিভিয়ার লা পাজ -এ একটি নতুন মিশন খোলার সাথে সাথে, LAC অঞ্চলে ভারতের এখন 17 আবাসিক মিশন রয়েছে।

ইউনাইটেড নেশনের সদস্য হিসেবে ভারত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ বজায় রেখে চলেছে এবং বহুপাক্ষিকতার পক্ষে সওয়াল করা এবং বৈশ্বিক শৃঙ্খলা সংস্কারে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জানুয়ারি মাসে, UN-এর সাধারণ সভার সভাপতি মাননীয় রাষ্ট্রপতিজীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং EAM-এর সাথে একটি পৃথক বৈঠক করেন। জুলাই মাসে, প্রধানমন্ত্রী নয়াদিল্লিতে ইউনাইটেড নেশনের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির-এর 46তম

অধিবেশনে ভাষণ দেন। এটি ছিল ভারত কর্তৃক আয়োজিত UNESCO-র প্রথম এই ধরণের অধিবেশন।

ভারত নভেম্বর মাসে আজেরবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত হওয়া ইউনাইটেড নেশনের জলবায়ু পরিবর্তনের উপর ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC) এর 29তম সম্মেলনে (COP29) অংশগ্রহণ করেছিল।

সেপ্টেম্বর মাসে, প্রধানমন্ত্রী নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার 'সামিট অফ দ্য ফিউচার' -এ ভাষণ দিয়েছিলেন। এই শীর্ষ সম্মেলনে পাঁচটি ক্ষেত্রে 56টি কর্মপন্থা নিয়ে "প্যাক্ট ফর দ্য ফিউচার" গৃহীত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নেপালের প্রধানমন্ত্রী, কুয়েতের যুবরাজ, প্যালেস্তাইনের রাষ্ট্রপতি, ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি এবং ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি সহ বেশ কয়েক জন গন্যমান্য নেতার সাথে পৃথকভাবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেছেন। পৃথকভাবে, EAM UNGA-এর 79 তম অধিবেশনের উচ্চ পর্যায়ের সপ্তাহের জন্য ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এবং 28ই সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে 79 তম UNGA-এর উচ্চ পর্যায়ের সেগমেন্টের বক্তব্য রাখেন।

UNGA-এর অধিবেশনের অবসরে, EAM বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বিভিন্ন বহুপাক্ষিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে রয়েছে G20, G4, IBSA, BRICS, L-69 এবং C-10, ভারত-CARICOM, ভারত- CELAC এবং বিমস্টেক।

ভারত তার অংশীদার দেশগুলির চাহিদার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রকম প্রকল্প, অনুদান এবং ঋণের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সহায়তা প্রদান করেছে। গত কয়েক বছরে, এর পরিসর প্রযুক্তিগত প্রসারিত হয়েছে পরামর্শ দেন, দুর্যোগ ত্রাণ, মানবিক সহায়তা, ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার, শিক্ষা মূলক স্কলারশিপ, সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি, অবকাঠামো, জলবিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ সঞ্চালন, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণ এবং আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগ শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে বেসামরিক ও সামরিক কোর্সের ক্ষেত্র। প্রধান উন্নয়ন মূলক সহযোগিতা প্রকল্পগুলি শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, কৃষি, জল, জ্বালানি এবং সংযোগ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। এছাড়া ভারত LOC অফার করে, যা অংশীদার দেশগুলিকে দেওয়া ছাড়যুক্ত ঋণ। সম্পন্ন হওয়া প্রধান LOC প্রজেক্টগুলির মধ্যে রয়েছে বুরুন্ডির কাবুতে একটি 20 MW জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ, জিম্বাবুয়ে ও তানজানিয়ায় জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা, শ্রীলঙ্কায় একটি রেলওয়ে ট্র্যাক উন্নয়ন প্রকল্প এবং গায়ানায় বিমান সরবরাহ করা। এই বছর মরিশাসে জলের পাইপলাইন প্রতিস্থাপন প্রকল্পের জন্য প্রথমবারের মতো রুপি মূল্যের LOC বাড়ানো হয়েছিল। ভারত বিদেশী সরকারি পেশাদারদের জন্য বিস্তৃত পরিসরের উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদানের মাধ্যমে তার অংশীদার দেশগুলির জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। এই সারা বছর ধরে 13,500 এর বেশি অসামরিক (10,200 স্লট) এবং প্রতিরক্ষা কোর্সে (3,300+ স্লট) প্রশিক্ষণ স্লট অফার করা হয়েছিল, 115-এর বেশি দেশে অসামরিক কোর্স এবং প্রায় 80টি দেশে প্রতিরক্ষা-সম্পর্কিত কোর্স পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

2024 সালের সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কে ইউনাইটেড নেশনস সামিট অফ ফিউচার-এ প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য রাখেন

EAM 2024 সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার 79তম অধিবেশনের প্রান্তে L-69 গ্রুপিংয়ের যৌথ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

2024 সালের নভেম্বর মাসে গায়ানার সামরিক অবকাঠামো আধুনিকীকরণের জন্য USD 23.37 মিলিয়নের ডিফেন্স লাইন অফ ক্রেডিট (LoC) এর অংশ হিসেবে ভারত দুটি ডর্নিয়ার HAL-228 বিমান হস্তান্তর করেছে

অভিবাসন নীতি, কল্যাণ এবং প্রবাসীদের মধ্যে সংযোগের ক্ষেত্রে ভারত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। সরকার ডেনমার্ক, ইসরায়েল, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান এবং UK-এর সাথে মাইগ্রেশন অ্যান্ড মোবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্টস (MMPA) এবং লেবার মোবিলিটি অ্যাগ্রিমেন্টস (LMA) সহ একাধিক চুক্তির মাধ্যমে নিরাপদ এবং বৈধ অভিবাসনকে সক্রিয়ভাবে প্রচার করেছে।

শ্রমিকদের অন্য দেশে যাওয়া ও কর্মসংস্থানের পথ সুগম করার জন্য UK এবং ইতালির সাথে যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আবুধাবি ডায়ালগ, বুদাপেস্ট প্রসেস, কলম্বো প্রসেস, এবং ভারত-EU-এর মধ্যে উচ্চ-স্তরের মাইগ্রেশন ও মোবিলিটি ডায়লগ (HLDMM) এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সহযোগিতায় বিশ্বব্যাপী মাইগ্রেশন গভর্নেন্সে ভারতের ভূমিকাকে শক্তিশালী করেছে। ভারত 2024-26-এর জন্য কলম্বো প্রসেসের সভাপতিত্ব গ্রহণ করে এবং আবুধাবি সংলাপের উপদেষ্টা কমিটিতে যোগদান করে। সরকার ভারতীয় কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ফান্ড (ICWF) অধীনে 3.5 লক্ষেরও বেশি ভারতীয় কর্মীকে বিদেশে সহায়তা করার জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি সম্প্রসারিত করেছে এবং ভারতীয় অভিবাসী কর্মীদের সফ্ট স্কিল বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রি-ডিপার্চার ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ বৃদ্ধি করেছে। রিভ্যাম্পড ইমিগ্রেট V2.0 পোর্টাল এবং মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছিল, ডিজিলকার ইনটিগ্রেশন, অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং ই-ভেরিফিকেশনের মতো ফিচারের সাথে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছিল। সরকার ছাত্র সমস্যা, NRI মহিলাদের জন্য বৈবাহিক বিবাদের সমাধান এবং প্রবাসী ভারতীয় বীমা যোজনা (PBBY), নো ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম (KIP) এবং বিদেশ সমপর্ক

প্রোগ্রামের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে প্রবাসীদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির উপরও মনোনিবেশ করেছে।

এই বছরে, মন্ত্রক ট্র্যাক 1.5 এবং 2.0 ডায়ালগের মতো বেশ কয়েকটি বৈদেশিক নীতি প্রচার কার্যক্রমকে সহজতর করে তোলার জন্য বিভিন্ন থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক এবং অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠানের সাথে একসাথে কাজ করেছে। মন্ত্রক রাইসিনা ডায়ালগ, এশিয়ান ইকোনমিক ডায়ালগ, ভারত মহাসাগর সম্মেলন, ভারত-US ফোরাম, ভারত-জাপান ফোরাম, ভারত-নর্ডিক সংলাপ এবং ভারত-EU ট্র্যাক 1.5 ডায়লগ, ইত্যাদি সহ প্রধান ফরেন পলিসি আউটরিচ ডায়লগ পরিচালনা করেছে। মন্ত্রণালয় জাপান, ফ্রান্স, নরওয়ের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের সমকক্ষীয় পলিসি প্ল্যানিং বিভাগ/ব্যুরোর সাথে এবং অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোয়াড সদস্য রাষ্ট্রগুলির সাথে যৌথভাবে পলিসি প্ল্যানিং করার জন্য বৈঠক করেছে। প্রথম ত্রিপক্ষীয় ভারত-জাপান-কোরিয়া পলিসি প্ল্যানিং ডায়লগও এই বছরেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ডিজিটাল ডিপ্লোমেসি, রিজিওনাল মিডিয়া এনগেজমেন্ট এবং ইনফ্লুয়েন্সার কোলাবোরেশনের মাধ্যমে 2024 সালে ভারতের বাইরের দেশগুলিতে প্রচার এবং পাবলিক ডিপ্লোমেসি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছে। মূল উদ্যোগগুলির মধ্যে ছিল একটি MEA হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল চালু করা, সোশ্যাল মিডিয়ার উপস্থিতি সম্প্রসারণ করা, বিদেশী সাংবাদিকরা যাতে সহজে পরিদর্শন করতে পারেন তা নিশ্চিত করা, চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা, তথ্যচিত্র তৈরি করা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার করা। ইন্ডিয়া কর্নার, SAMEEP বক্তৃতা এবং ভারত কো জানিয়ে কুইজ-এর মাধ্যমে পাবলিক এনগেজমেন্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এই বছরটিতে, ভারত লাটভিয়া, জর্জিয়া, গ্যাবোনিজ প্রজাতন্ত্র এবং পূর্ব তিমুরে নতুন কূটনৈতিক মিশন চালু করেছে। মার্সেই (ফ্রান্স), বার্সেলোনা (স্পেন), ব্রিসবেন (অস্ট্রেলিয়া) এবং অকল্যান্ড (নিউজিল্যান্ড) -এ নতুন কনস্যুলেটগুলিতেও তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে।

EAM এবং ডেনমার্কের বিদেশমন্ত্রী লার্স লোকে রাসমুসেন, 2024 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মোবিলিটি এবং মাইগ্রেশন পার্টনারশিপের উপর একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন

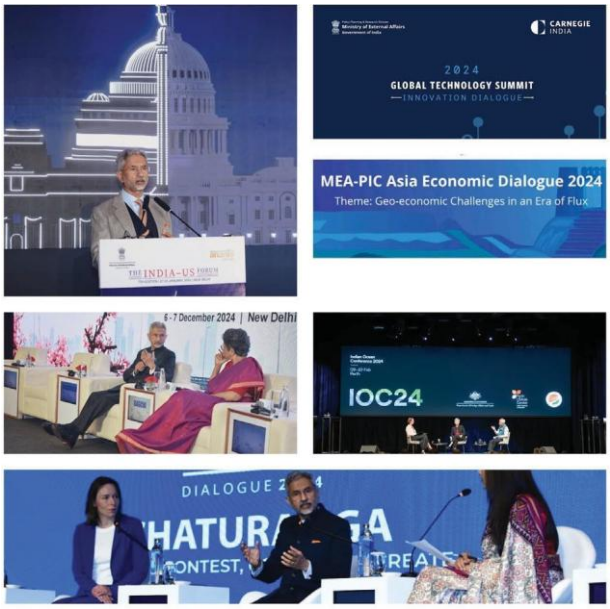

ঘড়ির কাঁটার মত বাম থেকে ডান দিকে: ভারত-US ফোরাম (নয়াদিল্লি), গ্লোবাল টেকনোলজি সামিট ইনোভেশন ডায়ালগ (বেঙ্গালুরু), এশিয়া ইকোনমিক ডায়ালগ (পুনে), ভারত-জাপান ফোরাম (নয়াদিল্লি), ভারত মহাসাগর সম্মেলন (পার্থ) এবং রাইসিনা ডায়ালগ (নয়াদিল্লি) সহ বেশ কিছু বৈদেশিক নীতি প্রচার কার্যক্রমকে সহজতর করে তোলার জন্য মন্ত্রক থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক এবং অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠানের সাথে একসাথে কাজ করেছে

2024 সালের নভেম্বর মাসে ব্রিসবেনে EAM এবং কুইন্সল্যান্ডের গভর্নর জিনেট ইয়ং ভারতের নতুন কনস্যুলেট জেনারেলের উদ্বোধন করেন

সুষমা স্বরাজ ইনস্টিটিউট অফ ফরেন সার্ভিস মন্ত্রকের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মী, অন্যান্য সিভিল সার্ভিসের সদস্য এবং বিদেশী কূটনীতিকদের জন্য বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ মূলক কর্মসূচি পরিচালনা করেছে। সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হওয়া গ্লোবাল সাউথ ইয়ং ডিপ্লোম্যাটস ফোরাম (GSYDF)-এর দ্বিতীয় সংস্করণে, গ্লোবাল সাউথের 29 টি দেশ থেকে 32 জন কূটনীতিবিদ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এপ্রিল-মে মাসে 71 তম প্রফেশনাল কোর্স ফর ফরেন ডিপ্লোম্যাট (PCFD)-এ 30টি দেশ থেকে 34 জন কূটনীতিবিদ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

2024 সালের সেপ্টেম্বরে, দ্বিতীয় গ্লোবাল সাউথ ইয়ং ডিপ্লোম্যাটস ফোরাম (GSYDF) সুষমা স্বরাজ ইনস্টিটিউট অফ ফরেন সার্ভিসে (SSIFS) অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস (ICCR) সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং ভারতের সফ্ট পাওয়ার'-এর বিশ্বব্যাপী প্রচার অব্যাহত রেখেছে। 2024-25 শিক্ষাবর্ষে, ICCR তার 20টি স্কলারশিপ স্কিমের অধীনে বিদেশী নাগরিকদের 3960 স্কলারশিপ স্লট অফার করেছিল, যার মধ্যে অনলাইনে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর কোর্স করার জন্য আফগান নাগরিকদের জন্য 1000টি স্কলারশিপ অন্তর্ভুক্ত ছিল। ICCR বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভারত থেকে 62 টি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এবং বিভিন্ন দেশে 9 জন ভারতীয় মনীষীদের আবক্ষ মূর্তি এবং ভাস্কর্যের জন্য অনুদানের আয়োজন করেছে। ICCR বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে 38 টি ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলিকে (ICCs) সমর্থন করা বজায় রেখেছে।

EAM 2024 সালের জুলাই মাসে জাপানের টোকিওতে ভারতীয় দূতাবাসে মহাত্মা গান্ধীর একটি আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করেন।